প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৫৯
প্রকাশিকা : এম. দেবী
পলাশী। ৫০, অরবিন্দ রোড, কোন্নগর, হুগলী
মুদ্রাকর : পশুপতি কর্মকার
শ্রীমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৫।১এ, কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা ৯
প্রচ্ছদ : চারু খান
প্রচ্ছদ মুদ্রক : মোহন প্রেস
পরিকল্পনা : সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

মা'কে—

"আরো গান চাই"—কেন?

কোনও এক কবি বলেছেন—জীবন একটি সুন্দর গানের মত। আর, একটি সুন্দর গান রচনা করা সহজ কাজ নয়।

এ যে কতবড় সত্য বিশ্বাসের কথা তা প্রতি মুহূর্তের জীবন চর্চার মধ্য দিয়ে মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারি। আর, এই বিশ্বাস ও অনুভবের অনুসরণ ক'রে নিত্য নিয়ত যে সহজ উপলব্ধির জগতে চেতনা বিকশিত হ'তে চায়, তারই মর্ম সত্যকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছি এই নাটকে।

আমাদের এই মধ্যবিত্তের জীবনে চাওয়ার সীমা নেই, কিন্তু পাওয়ার মাত্রা অতি সংক্ষিপ্ত। আশার চেয়ে হতাশার প্রতাপ অনেক বেশি। তবুও চাওয়ার শেষ নেই। তবুও আশায় বুক বেঁধে দিনযাপনের গ্লানিকে ভোলবার চেষ্টা করে যাই। যদিও জানি, সেই আশার ভিত্তি অতি দুর্বল। কারণ আশা কল্পনার বস্তু। কল্পনা আর বাস্তব এক বস্তু নয়। আর, বাস্তব বড় নির্মম।

এই বাস্তবকে আমাদের বড় ভয়। বাস্তবতা অতি নির্মমভাবে জীবনের রূঢ় সত্যের দিকটাকে প্রকট করে তোলে। আমরা সত্য কথা শুনতে চাই অন্যের কাছ থেকে, অন্যকে সত্যের বাণী শোনাই। কিন্তু নিজেদের জীবনে এই সত্যকে অস্বীকার করতে চাই, এড়িয়ে যেতে চাই নানা ছলে। এ যেন নিজের শরীরের ছায়ার কাছ থেকেই পালানোর চেষ্টা। যেমনই নিষ্ফল, তেমনই অর্থহীন।

আমাদের মধ্যবিত্তের জীবনের অনেক বেদনা ব্যর্থতার কারণ লুকিয়ে আছে এই প্রত্যহের সত্যকে করুণ অথচ নিষ্ফলভাবে এড়িয়ে চলবার চেষ্টার মধ্যেই। এই ব্যর্থতার গ্লানি প্রতি মুহূর্তে আমাদের আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে, ক্ষয় করে দিচ্ছে। আমাদের হাসতে ভোলাচ্ছে। আবেগে উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতে দিচ্ছে না। দুচোখ মেলে জীবন ও জগতের যাবতীয় সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে দিচ্ছে না। শুধু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে নিয়ে

চলেছে অনির্দেশ্য অথচ অনিবার্য এক বিনষ্টির দিকে। এ কথা আমরা আমাদের আজকের জীবনে মর্মে মর্মে বুঝি, কিন্তু তবুও সম্পূর্ণ মেনে নিতে চাই না। কারণ সত্য নিষ্করুণ। এ এক বিচিত্র পাগলামী।

'আরো গান চাই' নাটকে এই পাগলামীর প্রতি ইঙ্গিত আছে, কিন্তু উন্নাসিক ব্যঙ্গ নেই। সেই সঙ্গে এটাও বোঝাতে চেয়েছি—জীবনের সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া নয়, স্বচ্ছন্দ ঔদার্যে মেনে নিয়ে সকল বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হবার চেষ্টার মধ্যেই লুকিয়ে আছে আসল মনুষ্যত্ব। সত্যকে আশ্রয় করতে পারার সাধনাই জীবন-সাধনার বিষয় হওয়া চাই। সুখ আর সত্যাশ্রয়ীতা একই জিনিস। বিপরীতটাই মিথ্যে। যত বিষাদের, ব্যর্থতার, অসম্পূর্ণতার মূল।

আবারও বলি, জীবনে অনেক দুঃখ, অনেক জটিলতা, অনেক অসম্পূর্ণতা রয়েছে। তবু জ্ঞান বোধ বিবেক নিয়ে, দৃষ্টি আর অনুভব নিয়ে, বিশ্বাস আর চেতনা নিয়ে—এই যে বেঁচে থাকা—এরই আনন্দের মাঝে সব বেদনার সব দুঃখের অবসান। না, আমি শুধু দৈহিক বেঁচে থাকার কথাই বলছি না। স্নেহে প্রেমে সহানুভূতিতে সহমর্মিতায় সকলকে আত্মীয় করে নিয়ে যে বেঁচে থাকা, সেই আত্মিক অস্তিত্বের কথাই বলতে চাই। সকলের সঙ্গে এই আত্মবোধ গড়ে তোলা, অস্তিত্বের সত্যে জীবনকে সার্থক, উদ্ভাসিত করে তোলার সাধনাই যথার্থ মনুষ্যত্বের সাধনা। এ বড় সহজ কাজ নয়, যেমন সহজ নয় একটি সুন্দর গান রচনা করা।

এই জন্যেই গান চাই, আরো, আরো গান, যা কিনা শেষ পর্যন্ত জীবনকে একটি সুন্দর সৃষ্টির সার্থকতায় পৌঁছে দিতে পারে।

রমেন লাহিড়ী

যাদের নিয়ে এই নাটক

★ ★ ★ ★

অমরেশ

স্নেহময়ী

কিনু

বিনু

বাণী

অনন্ত

নিখিল

বিলু

নিরুপমা

নীলু

শিলু

কেনারাম

পিলে

বাচ্চি

রামুদা

জীবন

গৌরাঙ্গ

রমু পাগলা

খদ্দের, ভদ্রলোকদ্বয়

প্র থ ম দৃ শ্য

★ ★ ★ ★ ★

[অবসর-প্রাপ্ত পেনসন ভোগী অমরেশবাবুর শোবার ঘর। দারিদ্র্যগ্রস্ত, হতাশাখিন্ন অমরেশবাবুর মত ঘরটিও' হতশ্রী, বিষণ্ণ। সময় প্রাতঃকাল। ভেতর থেকে বড় ছেলে কিনুর সঙ্গীত সাধনার রেশ ভেসে আসছে। অমরেশবাবু সুর করে গীতা পাঠ করছেন।]

অমরেশ—"সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপম বাপ্সাসি"।

সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভে সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হও। তাহা হইলে আর তোমার পাপ হইবে না।

[নেপথ্যে কিনু গাইছে ভৈরবী।]

অমরেশ—"মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূর্ম্মা ত সঙ্গোঽস্ত্ব কর্ম্মানি কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"।

[নেপথ্যে কিনু গাইছে। বাণী এলো বাজারের থলে হাতে নিয়ে]

বাণী—বাবা···

অমরেশ—(গীতা পাঠ থামিয়ে) কি মা···?

বাণী—গীতা পাঠ এখন থাক। বাজারে যাও···

অমরেশ—আমি বাজারে যাবো !

বাণী—হ্যাঁ—

অমরেশ—কেন, কিনুই তো রোজ যায় ?

বাণী—ও বলছে অত কম সময় সাধনা করলে কিছুই কাজ হয় না। তাছাড়া, সংসারের টাকার জন্যেই যখন কারখানায় কাজ নিতে হয়েছে, তখন মাসের শেষে খরচের টাকা দেওয়া ছাড়া সংসারের আর কোন সম্পর্কেই থাকবে না।

অমরেশ—কিনু এই কথা বলেছে ! আশ্চর্য !

বাণী—আশ্চর্য আবার কি ? দাদা যে একথা···

অমরেশ—জানিস মা, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় সঙ্গীতের দিকে

যখন ওর এতো ঝোঁক তখন জোর করে এই কারখানার চাকরীতে ঢুকিয়ে দেওয়াটা বোধ হয় ঠিক হয়নি !

বাণী—খুব ঠিক হয়েছে। তোমার পেনসনের আর দুটো টিউশনির ...এই কটি টাকাতো ভরসা। দাদা চাকরী না করলে সংসার চলবে কেমন করে ?

অমরেশ—সত্যি, শুধু পেটের জন্যে পশুর মতো হন্যে হয়ে ছুটে মরা ..গরীবের জীবনে এইই সব থেকে বড় অভিশাপ মা, সব থেকে বড় অভিশাপ।

বাণী—ব্যস...এই আরম্ভ হোল তোমার হায় হায় করা। যাই .. বিনুকেই বাজারে পাঠাই।

অমরেশ—না না। ও পড়ছে পড়ুক। আমিই যাচ্ছি। এই তো দু মিনিটের রাস্তা...যাবো আর আসবো (গায়ে জামা দিতে দিতে) জানিস মা, কাল বিনুর স্কুলের হেডমাস্টার-মশাই এর সঙ্গে আমার দেখা হোল। তিনি তো বিনুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বললেন হায়ার সেকেণ্ডারীতে ও নিশ্চয়ই স্ট্যাণ্ড করবে। স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে। বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। অসুখে পড়ে দু'দুটো বছর নষ্ট হোল...নইলে এদ্দিনে দেখতিস...

বাণী—দাদার সম্বন্ধেও তুমি ঐ একই কথা বলতে বাবা।

অমরেশ—হ্যাঁ! হ্যাঁ, তা বলতাম। আমি বিশ্বাসও করতাম, কিন্তু ছেলে তো মন্দ নয়, একটু যা খামখেয়ালী।

বাণী—গরীবের ঘরে এত খামখেয়ালী হলে চলে না। যাক, এই নাও ছু টাকা—আর…

অমরেশ—আই. এ.-টা তো পাশ করেছে। পরে সময় পেলে আর ইচ্ছে থাকলে আরও পড়বে। আপাততঃ কিনুর রোজগারের বাড়তি টাকাটা ঘরে এলে সংসারেরও হাল ফিরবে আর বিনুর—তোর পড়াশুনোও চলবে—

বাণী—আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি বাবা,—ব্যাঙের ভরসায় পুকুর কাটাই সার হবে।

[ভেতর থেকে স্নেহময়ীর ডাক শোনা গেল]

স্নেহময়ী—বাণী…কোথায় গেলি….?

বাণী—বাবা….মার পুজো হয়ে গেছে। শিগগির বাজারে যাও—

অমরেশ—হ্যাঁ যাই। শোন তোকে একটা কথা চুপি চুপি বলে রাখি, কাউকে যেন বলিস নি। কিনু চাকরীতে একটু পাকা হোলেই ওর একটা বিয়ে দিয়ে দেবো। মেয়ে আমার দেখাই আছে।

বাণী—সত্যি! মেয়েটি কে বাবা? নিরুপমাদি?

অমরেশ—নিরুপমা! কে নিরুপমা?

বাণী—ওই যে, রেললাইনের ওপারে চৌধুরী পাড়ায় থাকেন!

অমরেশ—ও….হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা ওকে বুঝি কিনুর খুব…

বাণী—হ্যাঁ। খুব ভালো মেয়ে বাবা। আই. এ.-পাশ করে… কলকাতায় একটা সদাগরী অফিসে চাকরী করছেন।

অমরেশ—চমৎকার ছেলেমেয়ে সব। অথচ বাপের কপালটা দেখ—এমন এক রোগে পড়লেন যে ডান হাত ডান পাটাই গেল জন্মের মত অকেজো হয়ে! তা হ্যাঁরে, নিরুতো আর আসেনা আমাদের বাড়ি, আগে তো প্রায়ই আসতো ?

বাণী—আসবেন কি? মার যা কথা। যাচ্ছেতাই করে এমন বলেছেন একদিন ..

[স্নেহময়ী এলেন]

স্নেহময়ী—বাঃ! দুজনে বসে বেশতো গল্প হচ্ছে। তোকে না বলেছিলাম ওঁকে বাজারে পাঠাতে ?

বাণী—সেই কথাই তো বলছি। বাবা... এই নাও দু টাকা আর থলে। কি কি আনতে হবে মনে আছে তো? সাড়ে সাতশো আলু...

স্নেহময়ী—না। পাঁচশো আলু আনবে। আর দুশো ঝিঙে, দুশো পটল, দুশো বেগুন, একফালি কুমড়ো আর বাকী পয়সার মাছ।

অমরেশ—দু টাকায় এত! আরও পঞ্চাশ পয়সা দাও না।

স্নেহময়ী—পঞ্চাশ পয়সা কেন? সব কটা টাকাই নিয়ে যাও। জমিদারী চাল! ওই পয়সায় যা পারো নিয়ে এসো আর না পারো তো বলো—বিনুকে পাঠাই।

অমরেশ—না না.. আমিই যাচ্ছি।

স্নেহময়ী—তাড়াতাড়ি ফিরবে। বাণী, ও-ঘরে যা বিছানাটা তুলে দে

বাণী—বিছানার ওপর বসে দাদা গান গাইছে। উঠতে বললেই তো.

স্নেহময়ী—তবে তুই রান্নাঘরে যা। আমিই দেখছি....

অমরেশ—এখন পড়তে না বসে ও রান্নাঘরে যাবে ?

স্নেহময়ী—হ্যাঁ যাবে, সব তাতেই আদিখ্যেতা। যা বললাম কর... চায়ের জল চাপিয়ে এসেছি....

বাণী—সদর বন্ধ করে যাচ্ছি....

[স্নেহময়ী ভেতরে গেলেন।

বাণী—দিন দিন এমন খিটখিটে হয়ে উঠেছে....

[গান গাওয়া বন্ধ হয়।

অমরেশ—তা তোর মায়ের আর দোষ কি বল ? এই কম আ: এত বড় সংসারের অভাব মেটানো কি সহজ কথা !

[বিনু বলতে বলতে এলো

বিনু—বাবা দেখো, দাদা পড়ার সময় কি রকম বিরক্ত করছে....

অমরেশ—তুমি এখানে বসে পড়ো, আমি চলি....

[অমরেশ বাইরে গেলেন।

বাণী—হ্যাঁরে দাদার গলা সাধা শেষ হয়েছে ?

বিনু—গলা সাধা শেষ হলে কি হবে, বাজে কথার কি শেষ আছে ?

বাণী—যাই, চা তৈরি করিগে নইলে এখুনি রান্নাঘরে গিয়ে হৈ চৈ শুরু করবে।

[বাণী ভেতরে গেল। বিনু পড়তে শুরু করে।]

বিনু— "শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি,
সরমের ডালি,
নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি।
লাভক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ ভাগ
কলহ সংশয়
সহে না সহে না আর জীবনের খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

[একটু পরে কিনু সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এলো।]

বিনু—দাদা দোহাই তোমার, তুমি এখান থেকে যাও—

কিনু—অহোঃ! সাধনায় বাধা পড়লো বুঝি! খুঁবই দুঃখিত! কিন্তু বৃথাই এ সাধনা ধীমান? গরীবের ঘরের ছেলে হাজার বি. এ., এম. এ. পাশ করলেও কেরানীগিরি ছাড়া কলৌ নাস্তেব, নাস্তেব, নাস্তেব গতিরন্যথাঃ…

বিনুঃ তাহলে কি করবো? পড়াশুনো বন্ধ করে দোব?

কিনু—তা কেন? পড়াশুনো যেমন গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে তেমন চলুক। আমি বলি কি সেইসঙ্গে তুই তবলা বাজানোটাও

শিখতে শুরু করে দে। বছর পাঁচেক লেগে থাকলে নাম হবেই হবে। তখন আমাদের ঠেকায় কে? জলসায় রেডিয়োয়, ফিল্মে আমি গাইব গান, তুই বাজাবি তবলা…

[চা বিস্কুট নিয়ে বাণী এলো।

বাণী—ছোট ভাইকে বেশ সৎ পরামর্শটি তো দিচ্ছ দাদা ?

কিনু—(হঠাৎ চটে গিয়ে) এতক্ষণে তোমার চা আনার সময় হোল ?

বাণী—তা কি করবো ? গরম-করা চা তুমি খাবে না, তাই তৈরি করে আনতে দেরী হোল।

কিনু—(চায়ে চুমুক দিয়ে) থুঃ থুঃ এ কি চা, না কেটলী ধোয়া জল ! (বই খাতার ওপর চা পড়ে। বিনু তা ঝেড়ে কাপড় দিয়ে মুছতে থাকে) মুখে দেওয়া যায় না ! কতদিন না বলেছি বাবাকে একটু দামী চা আনতে বলবি…

বাণী—বাবাকে আর বলবো কেন ? এখন থেকে তুমিই এনো…মাস কাবারে মাইনে পেয়েই।

কিনু—ওসব আমার দ্বারা হবে না।

বাণী—বেশ, চায়ের কথা না হয় বাবাকে বলবো। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই আমার জন্যে কিন্তু একটা ভালো স্নো, ভালো পাউডার আর একজোড়া শাড়ী আনতে হবে। আর…

বিনু—না, না। স্নো, পাউডার পরে হলেও চলবে। তিন মাস স্কুলের মাইনে দেওয়া হয়নি না তোর? আগে ওর স্কুলের মাইনে দেবে দাদা তারপর ওর একজোড়া শাড়ী। আমার একজোড়া জুতো, একটা ছিটের শার্ট, দুটো বই আর···

[দাদার মুখের দিকে চেয়ে বিনু থেমে যায়।]

কিনু—থামলে কেন, বলে যাও···রাজা রাজবল্লভের নাতি স্বয়ং তোমার সামনে বসে।

বিনু—থাকগে কিছু চাইনা আমার। তুমি ও-ঘরে যাও, আমি পড়বো।

কিনু—হুঁ পড়বেন। দিগগজ হবেন! বই কেনার পয়সা জোটেনা, বিদ্যেসাগর হবার সখ! যত সব ননসেন্স।

বাণী—তোমার টাকা তুমি যদি না দাও, কেউ তো আর কেড়ে নিতে যাবে না। শুধু শুধু গালমন্দ করছো কেন?

[বাণী দ্রুত ভেতরে যায়।]

কিনু—মা বাবার আদর পেয়ে তোরা এক একটি বাঁদর হয়ে উঠেছিস বুঝলি?

বিনু—তুমি আমাদের বড় ভাই। চাকরী করছো। তোমার কাছে কিছু চাওয়া কি আমাদের অন্যায়?

কিনু—তা চাওয়ারও তো একটা সীমা আছে, না কি আমি কল্পতরু? যে যখনই যা চাইবে তাই দিতে হবে?

[বিনু বই দেখতে থাকে।]

কিনু—গান বাজনা ছেড়ে কারখানায় চাকরী নিতে হয়েছে। হাড়-ভাঙা খাটুনি! গায়ের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে। সে খোঁজ নেবার কেউ নেই, শুধু টাকা নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েই আছে! যত সব সেল্‌ফিস!

[স্নেহময়ী এলেন]

স্নেহময়ী—হ্যাঁরে কিনু, বাণীকে কি বলেছিস? ও কাঁদছে···

কিনু—যে কাঁদছে তাকেই জিজ্ঞেস করোনা কেন?

স্নেহময়ী—সাত নয় পাঁচ নয় ঐ একটি মাত্র বোন। সে যদি একটা আব্দার করেই থাকে, তাই বলে বকবি অমন করে?

কিনু—ওর আব্দার, এর আব্দার, বাবার আব্দার, তোমার আব্দার··· কতজনের কত আব্দার আমি মেটাবো বলতে পারো?

স্নেহময়ী—তা সাধ্যমত মেটাতে হবে বৈকি। এদ্দিন যখন চাকরী ছিল না, তখন তো কেউ কিছু বলতে যায় নি। এখনও যদি সংসারের দিকে না তাকাবি—

কিনু—আচ্ছা, আচ্ছা হয়েছে। চুপ করো। দিনরাত একই কথা শুনতে আর ভালো লাগেনা। চাকরীতে ঢুকে যেন চোর দায়ে ধরা পড়েছি!

স্নেহময়ী---ও··· বড় মন্দ কথা বলেছি না? এই আমিও বলে রাখছি, মাস গেলে নব্বইটি টাকা সংসারে যদিনা দিতে পারো তাহলে নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হবে।

কিনু—সেই কথাই বলো। আমি হয়েছি তোমাদের চক্ষুশূল! বেশ আমিও সাফ কথা বলে রাখছি, মাস গেলে চল্লিশটি টাকার এক পয়সাও বেশি আমি দিতে পারবো না। ইচ্ছে হয় নিয়ো, না হয় নিয়ো না।

স্নেহময়ী--সে কি রে! মাইনে পাবি একশ দশ, আর সংসারে দিবি মাত্তর চল্লিশ!

কিনু—তা কি করবো, আমার নিজের খরচ নেই?

স্নেহময়ী—তাই বলে অত কম দিবি? বাকী অত টাকা তোর কিসে লাগবে শুনি?

[অমরেশ নিঃশব্দে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়।]

কিনু—কিসে অত লাগবে, সে জমাখরচ আমি দিতে পারবো না। সংসারে যদি অতই টানাটানি, তবে ছেলেমেয়েকে স্কুলে পড়ানো কেন, এসব বন্ধ করে দিলেই পারো···

অমরেশ—ওসব বন্ধ করে দেওয়া হবে কি হবে না তা দেখার দায়িত্ব তোমার নয়।

[বাণী এলো।]

কিনু—ও—সংসারে কার জামা জুতো দরকার, কার স্নো পাউডার

দরকার···এই সব দেখার যত দায় আমার? বাঃ···বেশ, বেশ বিচার।

[দ্রুত বাইরে গেলো ঘটনার আকস্মিকতায় সকলে কয়েক মুহূর্ত চুপ। স্নেহময়ী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন]

স্নেহময়ী—সেই কখন বাজারে গেছো আর এই এতক্ষণে আসার সময় হোল? কোন যমের আড্ডায় ছিলে শুনি? কি ছেরাদ্দর জোগাড় করে এনেছো, তাই দেখি।

[স্নেহময়ী অমরেশের হাত থেকে বাজারের থলে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেলেন।]

বাণী—তুমি একটু বসো বাবা আমি বাতাস করি।

অমরেশ—না, না। থাক। তুই বরং একটু জল দে—

[বাণী জল আনতে ভেতরে যায়।]

অমরেশ—(বসেন) বিনু, লেখাপড়া শিখে আর কিছু না পারো, এমন অবিনয়ী হয়ো না বাবা। মনে রেখো, যার মনে গুরুজনদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নেই, সে কখনও বড় হতে পারে না।

বাণী—এই নাও বাবা, জল। আহা আগে বাতাসা দুটো খেয়ে নাও।

[অমরেশ বাতাসা খেয়ে জল খান। গেলাসটা বাণীকে দেন।]

বাণী—তুমি একটু জিরোও। আমি যাই তরকারীগুলো কুটে দিয়ে আসি।

[বাণী চলে যায়।]

অমরেশ—(শ্রান্তভাবে) তুই হয়ত ভাবছিস বিন্নু, আমার মনে না জানি কত কষ্ট। নারে না, তোদের নিয়ে আমি বেশ সুখেই আছি, তোদের নিয়ে আমি বেশ সুখেই আছি।

[বাইরে থেকে অনন্ত ডাকে।]

অনন্ত—দাদা···বাড়ি আছো নাকি?

অমরেশ—কে? অনন্ত···ভেতরে এসো···

[প্রৌঢ় অনন্ত ভেতরে এলো।]

অনন্ত—জয় নিতাই।

অমরেশ—জয় নিতাই। বসো ভাই। বিন্নু তুমি ভেতরের ঘরে যাও।

[বিন্নু বই পত্তর নিয়ে ভেতরে যায়।]

অমরেশ—তারপর···অফিসে যাবে না?

অনন্ত—নাঃ, শরীরটা তেমন বেশ ভালো নেই, তাই দুদিন ছুটি নিয়েছি।···একটা সুসংবাদ আছে দাদা, কি বলো তো?

অমরেশ—সুসংবাদ আছে এইটাতো মস্ত সুসংবাদ! শুনি সুসংবাদটা কি?

অনন্ত—জামাই-এর ছাপাখানায় প্রুফ দেখার কাজ। ঠিক হয়ে

গেছে সব। দুতিন দিনের মধ্যেই তোমাকে নিয়ে যাবো। পারবে না দাদা ?

অমরেশ—হ্যাঁ হ্যাঁ খুব পারবো। কাঁচা বয়সে নিজের লেখা একটা কবিতার বই ছেপেছিলাম অগ্নিকণা। তখন শিখেছিলাম প্রুফ দেখা। এখন একটু ঝালিয়ে নিলেই চলবে।

অনন্ত—তোমার ঐ অগ্নিকণার কথা কতদিন বলেছো অথচ আমাকে একটা কপি প্রেজেন্ট করলে না দাদা !

অমরেশ—অগ্নিকণা তো আর নেই ভাই, আছে শুধু পড়ে তার অবশেষ ভস্মরাশি।

অনন্ত—দিন দিন বড়ই ভেঙে পড়ছো দাদা।

অমরেশ—বয়সতো বাড়ছেই। তাছাড়া রোজগারের জোর নেই তো তাই মনের জোরও ক্রমশঃ কমে আসছে।

অনন্ত—সারাজীবন সংসার সংসার করে কাটালে। সংসার চিন্তা ছাড়া আরো ত কিছু চিন্তা করার আছে ?

অমরেশ—অন্ন চিন্তা চমৎকারা—, অন্য চিন্তা করার সময় কোথায় ? নইলে আমারও কি ইচ্ছে করে না তোমাদের ওই আনন্দ তীর্থে যাই।

অনন্ত—ইচ্ছে যদি থাকে, সময় আপনা থেকেই হয়ে যাবে। অন্ততঃ একঘণ্টার জন্যেও যদি আনন্দতীর্থে আসো, দেখবে সংসারের চিন্তা অনেক কমে গেছে।

অমরেশ—না, না, স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি বেশ সুখেই আছি।

অভাবে পড়েছি বলেই, তাদের কথা ভুলে পরকালের চিন্তায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চাই না। আর তা আমি পারবো না অনন্ত!

অনন্ত—আনন্দতীর্থে যাওয়া মানে সংসার ভুলে যাওয়া এ কথা ভাবছো কেন? আমরা কি সংসার ভুলে গেছি? তবে হ্যাঁ কিছুটা নিস্পৃহ মনকে করতেই হবে।

[অমরেশ চুপ করে থাকেন।]

অনন্ত—আমি কিন্তু ধরেই নিয়েছি দাদা, তুমি আমাদের আনন্দ-তীর্থে আসবে।

অমরেশ—আচ্ছা, আর একটু ভেবে দেখি (মৃদু হেসে) তুমি দেখছি আমাকে সংসার ছাড়া না করে ছাড়বে না।

অনন্ত—দাদা, ফল যখন পাকে তখন বোঁটার সঙ্গে তার সম্পর্কটা আপনা থেকেই আলগা হয়ে আসে। সে জন্যে কাউকে চেষ্টা করতে হয় না।

অমরেশ—তা ঠিক, কিন্তু···

অনন্ত—কিন্তু নয়···সত্যি। আচ্ছা চলি। জয় নিতাই।

অমরেশ—জয় নিতাই। কিন্তু চাকরীতে কবে থেকে লাগতে হবে সেটা বললে না তো?

অনন্ত—কথাটা পাকাপাকি জেনে এসে তোমায় বলে যাবো। চলি—

[অনন্ত চলে যায়। অমরেশ প্রসন্ন মনে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর মনের মেঘ অনেকখানি কেটে গেছে। স্নেহময়ী এলেন।]

স্নেহময়ী—অনন্তবাবু এসেছিলেন না

অমরেশ—হ্যাঁ।

স্নেহময়ী—কোথায় যেন চাকরী করবে শুনলুম....

অমরেশ—হ্যাঁ, চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগে না। তাই অনন্তকে বলেছিলাম একটা কাজ খুঁজে দিতে। অনন্ত খবর দিয়ে গেলো ওর জামাই-এর ছাপাখানায় কাজ পাওয়া যাবে।

স্নেহময়ী—চিরকাল তো কলম পিষে এলে। ছাপাখানার কি কাজ তুমি করবে ?

অমরেশ—প্রুফ দেখাব কাজ।

স্নেহময়ী—চোখ দুটোতো অর্দ্ধেক আগেই গেছে। একেবারে অন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বুঝি শান্তি পাচ্ছো না ?

অমরেশ—না না। মন্দের দিকটা আগেই ভাবছো কেন ? তাছাড়া যদি দেখি খুব অসুবিধে হচ্ছে তখন না হয় ছেড়ে দেব। একটা কথা কি জানো, আমি কিনুকে একটা সুযোগ দিতে চাই।

স্নেহময়ী—কিসের সুযোগ ?

[কিনু ভেতরে ঢুকতে গিয়ে থেমে যায়।]

মরেশ—ছেলেটার গান বাজনা শেখার দিকে সত্যিকার ঝোঁক রয়েছে। তাই ভাবছিলাম, টাকা পয়সার ভাবনা থেকে ওকে যদি একটু রেহাই দেওয়া যায়, নিশ্চিন্ত মনে সাধনা করতে পারে।

স্নহময়ী—এই না হলে বাহাত্তুরে বুদ্ধি আর কাকে বলে! নিজে বুড়ো বয়সে খেটে মরবেন, আর জোয়ান ছেলে ঘরে বসে গান বাজনার সাধনা করবেন। ঝাঁটা মারো অমন সাধনার মুখে—

[বেগে চলে গেলেন।]

মরেশ—আরে শোন শোন ...। নাঃ একটা কথাও যদি কেউ ভালো মনে শোনে—

[কিনু ভেতরে এলো।]

নু—মার যত বাজে রাগ....

মরেশ—বলতো, বলতো, বাবা, তোদের অনন্ত কাকা একটা চাকরী জোগাড় করে দিচ্ছে। ভালো ভেবে বলতে গেলাম সে কথা, তা শুনলি তো, কি উত্তর দিলে! এখন আমি কি করি বলতো?

নু—কি আবার করবে? চাকরী পেলে নিশ্চয় নেবে। এরকম অভাব আর নোংরামীর মধ্যে ভদ্রভাবে বাঁচা যায় না।

আমি অন্ততঃ এই নোংরামীর মধ্যে কিছুতেই থাকব না....

[ভেতরে চলে গেলো।]

অমরেশ—ঠিকই বলেছে। অভাব মানেই নোংরামী, নোংরামী মানেই জীবনের অপচয়। না. না, বয়সের দোহাই দিয়ে এতগুলো জীবনের অপচয় ঘটতে দিলে মহাপাপ হবে আমার। এ চাকরী আমায় নিতেই হবে! এ চাকরী আমায় নিতেই হবে....

পদা নেমে আসে

দ্বি তী য় দৃ শ্য



[একটা কারখানা সংলগ্ন চায়ের দোকান। মালিক কেনারাম। এই দোকান আর তার মালিক মায় তার খদ্দেরদের পর্যন্ত একই চেহারা—ছন্নছাড়া, শ্রীহীন, বিপর্যস্ত।...কেনারাম উনুনে বাতাস দিচ্ছে। রমু পাগলা এক কোণে বসে খুব মিঠে সুরে বেহালা বাজাচ্ছে। খোঁড়া সে। কিনু আসে। এই পরিবেশে তাকে একটু বেমানান লাগে। বেহালা শুনে প্রথমে থমকে দাঁড়ায়, তারপর ধীর পায়ে এসে বসে রমুর কাছে।]

কিনু—বাঃ! চমৎকার হাত তো!

খদ্দের—পাগল হলে কি হবে, বাজায় কিন্তু বেশ।

কিনু—পাগল!

কেনারাম—হ্যাঁ, ও আমাদের রমু পাগল।

কিনু—কিন্তু একে আমি ঠিক পাগল বলে ভাবতে পারছি না। অমন সুন্দর যে বাজাতে পারে সে কি করে—

কেনারাম—আরে না না, ঠিক সেরকম পাগল নয় একটু হের ফের হয়েছে আর কি মাথাটা। নইলে মানুষ ছেলো একদিন—

[রমু ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়ায়।]

রমু —Yes! I was a man, but now…! I am not a man. I am not a man. I am not a man…

[চলে যাচ্ছে।]

কেনারাম—আরে…ও রমু ভাই চা খেয়ে যাও…

রমু—না।

[ক্রাচে ভর দিয়ে চলে যায়।]

কিনু—সুরের মধ্যে দিয়ে ও যেন নিজেকে ব্যক্ত করে গেলো। আমারও মনের কথা, ওই সুরের মধ্যে যেন রয়েছে।

[রমুর বাজানো সুর নিজের মনে ভাঁজে। কেনারাম কিনুর জন্যে একটা কাট্‌লেট্ নিয়ে এল। মাসের প্রথম দিনের এবং একদিনের জন্যে স্পেশাল মেনু, কেনারামের ভাষায় মান্‌সের কাট্‌লেট্।]

কেনারাম—কি কিরণবাবু আজ মেলাই ফুর্তি দেখি মনে! আজ প্রথম মাইনেটা পকেটে এসবে বলে বুঝি?

কিনু—হ্যাঁ…মাইনেটা তো খুব! সাবামাস মুখ দিয়ে রক্ত তুলে খেটে—পাবো কত না একশ দশ টাকা!

কেনারাম—একশ দশ ট্যাকা তো মেলাই ট্যাকা গো। ঘরে তো বউছেলে নেই। তাছাড়া, একশ' দশ ট্যাকা মাইনে হতে এখেনে কত লোকের জম্মো কেটে যায়…

কিনু—তুমি থামো। ঐ টাকা হল মেলাই টাকা? Standard of living বোঝ? জীবন যাত্রার মান?

কেনারাম—বেলক্ষণ। তা কেন জানবো নে? মান মানে মানকচু, আলু যখন মাগ্‌গি হয় তখন ভেজিটেবিল চপে ভেজাল দেই।

কিনু—আর কি! ঐ ভেজাল দিতেই তো কেবল শিখেছো। জম্মো যার কাটলো ছত্রিশ জাতের এঁটো কাপ ধুয়ে, আসলের মর্ম সে বুঝবে কি?

কেনারাম—তা সে বুঝি আর নেই বুঝি, তবু এ আমার স্বাধীন ব্যাওসা। পরের চাকরগিরি নয়।

কিনু—কি বললে?

কেনারাম—কিছু না, কিছু না। সাত ঝাড়ু মারি কপালকে। ছত্রিশ জাতের এটো কাপ ধোওয়া ছাড়া ভালো কিছু সঙ্গে নিয়ে এসতে কি পেরেছি? তা যাগগে সে কথা. একখান কাটলেট দেই, মানসের কাটলেট আজকের পেশাল।

কিনু—নাঃ থাক।

কেনারাম—রাগ করলে দাদা?

কিনু—না।

কেনারাম—তা রাগ করলেও তোমাকে দোষ দোবো না দাদা, এ জায়গাটার দোষই এই, প্রথম প্রথম মানুষগুলো চাকরী করতে আসে। তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই অভাবের চাপে সবাই যেন জন্তু বনে যায়।

কিনু—ঠিকই বলেছো। কারো মুখে হাসি নেই, গান নেই, কেবল গালাগাল আর ঝগড়া। এমন কি গান করলেও রেগে যায়।

কেনারাম—সেইজন্যে তো তোমাকে আমার ভালো লাগে দাদা। জানো আমিও চেরকাল এমন অ-সুর ছেলুম না। দেশে থাকতে যাততারার দল গড়েছিনু। বিবেক সাজতুম, আবার কখনো অরজুন্ সাজতুম!

খদের—বলো কি কেনাদা! অরজুন সাজতে?

কেনারাম—হ্যাঁ অরজুন সাজতুম। বুঝেছো, এক জায়গায় কি কেলাব না পেতুম। অভিমন্যু বধ হোল। অরজুন পুত্তর শোকে পাগল…

ওরে, পুত্র অভিমন্যু কুমার আমার
পাণ্ডবের নয়নের মণি
থেকো না নীরব হোয়ে
সাড়া দাও…বৎস আমার।

পাণ্ডব শিবির আজি তোমা বিনে
অন্ধকার হয়ে আছে।
সব আলো নিভে গেছে,
আনন্দ গিয়েছে মুছে তোমার পশ্চাতে!
সপ্তরথী, একযোগে ষড়যন্ত্র করি
নির্লজ্জ অন্যায় যুদ্ধে বধিল তোমায়!
ওরে ফিরে আয়, ফিরে আয়···
মোর কাছে ফিরে আয়। পিতা বলি
ডাক আর বার···

কিনু—চমৎকার!

কেনারাম—তারপরে শোন · কর্ণকে বলছে

রে-সুতপুত্র, ধর্মযুদ্ধ কহি ·
অন্যায় যুদ্ধে বধিলে তরুণ কুমারে
একথা সেদিন ছিলনাই মনে?
আজি মৃত্যুর সাক্ষাৎ লভি
হয়েছো কাতর?
ওরে ভীরু, নপুংসক
অর্জুনের পুত্রেরে বধি রহিবে জীবিতঃ
কভু নহে···
পার্থ, পার্থ আজি ভুলিবে না সেকথা···

কিন্নু—সত্যিই হাততালি পাবার মত ! আচ্ছা বাড়িতে কিছু বলতো না ?

কেনারাম—বলতুনি আবার। এরজন্যে কত গালবকুনি খেয়েছি, তবু নেশা ছাড়তে পারিনি। কিন্তু কপাল মন্দ ! কাল বদলে গেলো। পোড়া পেটের জন্যে উঞ্ছোবৃত্তি করতে করতে গান, অভিনয় সব ভুলে একটা কিম্ভূত হয়ে গেছি !

কিন্নু—সত্যি ! এখানে সবাই যেন মেসিন ! ঐ লোকটির বেহালার সুর শুনে মনে বেশ একটা ধারণা এল, নাঃ সকলেই মেসিন নয় ! অন্ততঃ ঐ লোকটি। কিন্তু ও যে ..

খদ্দের—ওর কথা শুনলে আপনার চোখে জল আসবে কিন্নুবাবু। লেখাপড়া শিখেছিলো অনেকদূর। গান বাজনা নিয়েই থাকতো…

কেনারাম—সংসারের অভাবে গানবাজনা ছেড়ে চাকরী খুঁজতে লাগলো এ-অফিস সে-অফিস। শেষে চাকরী পেলে বাসের কনডাকটারী। কিন্তু দু'মাস না যেতে যেতেই বাস থেকে পড়ে ওই বাসেরই চাকায় গেলো পাটা থেঁতলে…

কিন্নু—তারপর ?

খদ্দের—সে আরো দুঃখের কাহিনী। হাসপাতালে চারমাস থেকে ফিরে এলো দাদার কাছে। দাদা ওর মুখের ওপর বলে দিলে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নাও। আমি

ভার নিতে পারবো না। নিজের ওই বেহালাটা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। সেই থেকে মাথাটা একটু গোলমাল হয়েছে। কারও কাছে কিছু চায় না। কেউ কিছু দিলে খায় নয়ত উপোস দিয়ে থাকে। পড়ে থাকে কারও রকে রাতটুকুর জন্যে।

কিনু—ট্রাজিক লাইফ !

খদ্দের—এ সংসারে কেউ কারো নয়। নিজের সখ আহ্লাদ সংসারের জন্যে সব বিসর্জন দিতে হবে আর নয়ত সংসার ছাড়তে হবে।

কিনু--তাইতো দেখছি। সংসারের তাগিদে পেটের জ্বালায় চাকরী করতে এসে প্রাণ বাঁচানোই দায় হোয়েছে তা গান গাইবো কি? প্রাণ রাখি কি গান রাখি! গান রাখি কি প্রাণ রাখি! দিনরাত এখন আমার শুধু এই ভাবনা।

কেনারাম—যদি সত্যিই বাঁচতে চাও দাদা···মানুষের মত বাঁচতে চাও তবে ওদুটোকেই রেখতে হবে।

কিনু--তা হয় না। দুনৌকোয় পা দিয়ে চলা যায় না। তার চেয়ে এই একশ দশ টাকার চাকরী শিগ্‌গির দেব ছেড়ে, যা থাকে কপালে।

কেনারাম—না না। ও কাজটি করোনা দাদা, পরে পস্তাতে হবে।

[গজ্ গজ্ করতে করতে পিলে এলো। মনুষ্য জীবনের ভগ্নাংশ।]

পিলে—শালার সংসার যেন মুকিয়ে ছিলো। বাবার ওষুধ, মায়ের শাড়ী, ভাইবোনের জামা প্যাণ্ট, চাল ডাল তেল মুন··· উঃ···

কেনারাম—কি হোল গো পিলে দাদা? আজ মাইনের দিনেও এতো খচে রয়েছো কেন?

পিলে—খচবে না? শালার সংসারের হাঁকাই দেখোনা। ষাট টাকায় দুনিয়া কিনতে চায়।

[বাচ্চি এলো। বেঁচে থাকার আর একটি প্রচ্ছন্ন হাস্যকর প্রয়াস।]

বাচ্চি—কিরে পিলে, হাতে ওটা কি? প্রেমপত্তর নাকি?

পিলে—হ্যাঁরে শালা, আমার বোলে এখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা, এখন আমার প্রেমপত্তর পড়বারই সময় বটে। শালার সংসারের আক্কেল দেখেছিস? মাইনের দিনটা আসতে না আসতেই এক লম্বা ফর্দ। হ্যানা চাই ত্যানা চাই···

বাচ্চি—তা বাপ মা তোর কাছে চাইবে না তো কার কাছে চাইবে বল? আর সবাই তো নিরোজগারে—

পিলে—একটু রেখে ঢেকে চাইলে তো পারে। তা নয়, একেবারে নিঝ্ঝাড় করে টেনে নেবার মতলব। আমাদের দুখ্যু কেউ বোঝে না বুঝলি, কেউ বোঝে না, সবার মুখে

ঐ এক কথা···দাও আর দাও। কেবল দিয়েই যাও। তুমি শালা নিয়ো না কিছু। কেবল খেটে মরো।

বাচ্চি—দাওগো কেনারাম দা···ছুটো ভেজিটেবিল চপ আর full কাপ চা দাও। এর কমে ছোঁড়ার শানাবে না। ভীষণ চটেছে।

কেনারাম—তাহলে ছুটো মান্‌সের কাটলেট দেই আজকের পেশাল···

পিলে—তা দেবে না? শালা রক্তচোষা বাতুড়। মাইনের টাকাগুলো শুষে নেবার জন্যে ছোঁক ছোঁক করে মরছো।

কেনারাম—তা সে যাই বলো দাদা, তোমাদের পাঁচজনের খেয়েই তো টিঁকে আছি।

পিলে—টিঁকিয়ে দোব একদিন···

বাচ্চি—তুমি ছুটো ভেজিটেবিল চপই দাও। বেশি লোভ করা ভালো নয়।

কেনারাম—দিচ্ছি···

[ভেতরে গেলো।]

পিলে—এই বাচ্চি, একটা কাজ করবি?

বাচ্চি—কি কাজ?

পিলে—চল, একদিন সবাই মিলে গিয়ে ঘেরাও করি বড়বাবুকে। এমনি করে না খেয়ে না পরে আর তো বাঁচা যায় না। কি বলেন কিরণবাবু?

কিনু—কি লাভ হবে তাতে? কিছুই ফল হবে না। মাঝখান থেকে জনকতক ছাটাই হয়ে যাবে।

পিলে—হুঁ···কেবল বুকনি ঝাড়বার বেলায় আছে, কাজের বেলায় নেই। শালা ভদ্দরলোকের দস্তুরই এই।

কিনু—মুখ সামলে কথা বলবেন ...

পিলে—যান যান মশাই। আপনার মত অমন মস্তান ঢের দেখেছি একটি ঝাপোড়ে বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেবো।

কিনু—তবে রে জানোয়ার...

পিলে—তবে রে শালা...

[দুজনে রুখে দাঁড়ায়। বাচ্চি দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে।]

বাচ্চি—এই পিলে! কি হচ্ছে কিরণবাবু?...আপনারও কি মাথা খারাপ হোল? জানেন তো এটা এইরকম গোঁয়ার। পিলে একটু মাথা ঠাণ্ডা করে শুনবি নাকি?

পিলে—অত শোনাশুনির মধ্যে নেই। যা বললাম তাই করবি কিনা বল?

বাচ্চি—তা না হয় করবো। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

পিলে—আমি। তোরা সব আমার সঙ্গে থাকবি শুধু। যা করবার আমিই করবো। শালা বড়বাবু, মেজোবাবু, ছোটবাবুর গাড়ি কেনার টাকা জোটে, আর আমরা মাইনে বাড়ানোর

কথা বললেই...ঠন্‌ঠন্‌ লবডঙ্কা ! যত শালা-চোর-চোট্টা-চিটিংবাজ।

বাচ্চি—আঃ—চুপ কর। এটা কেনারামের দোকান—তা ভুলিসনি। কোথা থেকে কে শুনে ফেলবে আর—

পিলে—যা, যা…এই শর্মা কোন মিয়াকে ভয় করে না বুঝলি।

[কেনারাম ছুটি ডিশে ছুটো ভেজিটেবিল চপ ও দু কাপ চা নিয়ে আসে।]

কেনারাম—এই নাও দাদা আগে খেয়ে নিয়ে পেটটা ঠাণ্ডা করো দিকি। তারপর ওসব কথা হবে।

বাচ্চি—আপনি খাবেন না কিরণবাবু ?

কিনু—না।...আমি খেয়েছি।

বাচ্চি—ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। একার রোজগারে একটা বিরাট সংসার চালাতে হয় কিনা তাই সব সময় মাথার ঠিক থাকে না।

পিলে—এই...কেনাদা। তুমি কি হচ্ছো বলোতো দিন দিন...

কেনারাম—কি হোল ?

পিলে—রাজ্যের যত পচা আলু আর কুমরো ঢুকিয়েছো চপের মধ্যে ?

কেনারাম—মাইরি বলছি পিলে দাদা, আমি পচা আলু ঢোকাইনি। যদি দিয়ে থাকিতো আমি ভদ্দরলোকের ছেলেই নই।

পিলে—তবে এমন দুর্গন্ধ ছাড়ছে কেন শুনি ? আমাকে গাধা

পেয়েছো না, যে হাজা পচা জিনিস খাইয়ে পয়সা নিয়ে নেবে ? একটি পয়সাও পাবে না···

[চপ ছুঁড়ে ফেলে দেয়।]

কেনারাম—তা বেশ দিওনি। কিন্তু দোহাই আর হুজ্জোতি না করে কাজে যাও। টিফিন কাবার হয়ে এলো, চা আর মুড়ি আমি পাঠিয়ে দেবো···

বাচ্চি—সত্যিই কেনাদা আমারটায়ও যেন কেমন গন্ধ ছাড়ছে। সকালের ভাজা বুঝি ?

কেনারাম—নাগো, এইতো ভেজে নে এলুম। মনে হয় পেঁয়াজগুলো রসে গেছে। আরেকটা দেবো ?

পিলে—থাক আর খাতিরে কাজ নেই। এ মাসে আমার কত হোয়েছে, হিসেব করে রেখো, যাবার সময় দিয়ে যাবো।

কেনারাম—সে-হিসেব করাই আছে দাদা। তোমার পাঁচ টাকা আটার পয়সা, আর বাচ্চিদার পুরু ছ'ট্যাকা।

বাচ্চি—বলো কি ! ছ'ট্যাকা টিফিন করেছি এ মাসে। চলবে কি করে ?

কিনু—ছটাকা কিই-বা এমন বেশি ?

বাচ্চি—বেশি নয় ? বলেন কি ? উপরি নিয়ে আশী টাকা পাই। সংসারে পাঁচ পাঁচটা পেট—

পিলে—কাকে বলছিস্ ? ওঁরা হচ্ছেন সুখের পায়রা। বাবু সেজে

কারখানায় আসেন। করেন কেরানীগিরি! আবার গানবাজনার রেওয়াজ করেন। আমাদের দুখ্যু যদি ওঁরা বুঝতেন তাহলে সংসারের চেহারা অন্যরকম হয়ে যেতো।

কিনু—আমার সংসারের খবর আপনি কি জানেন?

পিলে—জানি, জানি। সব জানি। এদিকে বাপের পেনসনের টাকা, ওদিকে প্রাণ-প্রেয়সীর রোজগারের ভাগ—

কিনু—শাট আপ....

পিলে—ওরে শালা চামচিকে....

বাচ্চি—এই পিসে, কি হচ্ছে কি? চল। চলে আয় বলছি....

[বাচ্চি পিলেকে টানতে টানতে নিয়ে চলে যায়।]

কিনু—অসভ্য, ইতর যতসব....

কেনারাম—ও কথা বোলোনি দাদা। পোরথম পোরথম যখন এখানে চাকরী করতে এলো তখন এই এদেরই ছেলো আর একরকম চেহারা। ধোপদোরস্ত জামাপ্যান্ট কত সখ, সৌখীনতা। এই পিলেদাদা বললে বিশ্বেস করবে না, যা বাঁশী বাজাতো...আহা। যেন মধু। তারপর আস্তে আস্তে সব গেলো। সখ সৌখীনতা, ধোপদোরস্ত জামাপ্যান্ট, সব শেষে বাঁশী বাজানো। শক্ত রোগে পড়লো, ডাক্তার বললে পুরিসি। ব্যস সেই থেকে সব খতম।

কিনু—অমনটা যে হবেই সেতো জানা কথা। হাড়ভাঙা খাটুনি

খেটে যদি ভালমন্দ না খেতে পায়....এতো হবেই।…নাঃ আমাকেও পালাতে হবে এখান থেকে।

কেনারাম—পালিয়ে যাবে কোথা দাদা? সংসারের গণ্ডী পেরিয়ে তো যেতে পারবেনি কোথাও…

[কারখানার ভোঁ বাজলো।]

কিনু—টিফিন শেষ হলো…চলি (উঠে) আচ্ছা ওকে…মানে ওই রমুকে ছুটির পর এখানে দেখতে পাওয়া যাবে?

কেনারাম—হ্যাঁ ..হ্যাঁ…ওধারে এধারে দেখতে পাওয়া যাবে। কেন…?

কিনু—ওকে আমার খুব দরকার…মানে…ভাবছি ওকে আমাদের বাড়ির কাছেই রাখবো।

কেনারাম—খুব ভালো…কিন্তু চেরকাল কি…

কিনু—চলি…আমার হিসেবটা করে রেখো…

কেনারাম—হিসেব করাই আছে চোদ্দ ট্যাকা ষাট পয়সা—

[কিনু যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল তারপর মুখ নীচু করে চলে গেলো। এঁটো কাপ ডিশ তুলতে তুলতে কেনারাম বলে]

কেনারাম—রেস্তোর সঙ্গে সম্পক্কো নেই। তবু বাক্যি আছে লম্বা লম্বা। হুঁ…নিজের খেতে পাত জোটে না উনি আবার

আর একজনকে পুষবেন।··তা হোক সব থেকে কিন্তু শাঁসালো খদ্দের আমার··

[রমু আসে ক্রাচে ভর দিয়ে।]

কেনারাম—এই যে···তখন ওই রকম বিড় বিড় করে বকতে বকতে চলে গেলে কেন? চা খেলে না?

[রমু কেনারামের দিকে একবার তাকায়।]

রমু—সঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই আমি ভুলতে চাইছি আমার ব্যথা· ভুলতে চাই আমার এই দুঃখময় জীবনটাকে কিন্তু তোমরা বারবার সেই কথাটা কেন মনে করিয়ে দিতে চাও···কেন —কেন—

[বেহালাটা তুলে নিয়ে বাজাতে শুরু করে একটি করুণ সুর। সুর ভেসে চলেছে। রমুর চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়ে বেহালার ওপর।

কেনারাম ব্যথিত ও বিস্ময়দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রমুর দিকে।]

পর্দা নেমে আসে

তৃতীয় দৃশ্য



[নিখিলবাবুর বাড়ির বাইরের ঘর। বড় রাস্তার ওপর একটা রেডিমেড জামা কাপড়ের দোকান আছে। তিনিই দেখাশোনা করতেন। বছরখানেক হোল স্ট্রোকে ডান হাত আর ডান পাটা অনেকখানি অবশ হয়ে গেছে। এখন দিন রাত বাড়িতেই থাকেন। বিলু দোকান দেখাশোনা করে। এঘরে টেবিল চেয়ার বুক সেল্‌ফ মায় একটা সস্তা দরের রেডিও আছে। ঘরে একটা পরিচ্ছন্ন শ্রী বিরাজমান। এটা নিরুপমার কৃতিত্ব।···সময় সকাল। নিরুপমা চেয়ারে বসে হিসেব করছে আর গুনগুন করে গান করছে। সব ছোট ভাই শিলু পাশে দাঁড়িয়ে। ভেতর থেকে বিলু আসে। বয়সে যুবক। কিন্তু বেশবাস চালচলনে বুড়োটে।]

বিলু—নিরু আমি বেরুচ্ছি দুগগা...দুগগা...

নিরু—কচ্ছপ... কাঁকড়া...(হ্যাঁচ্চো)

[শিলু হেসে উঠলো।]

বিলু—কি কাণ্ড তোর বলতো? দোকানে বেরুবার মুখেই বাধা দিলি?

নিরু—আচ্ছা দাদা তোমার বয়েস কত হোল বলোতো? ছাব্বিশ না ছেষট্টি?

বিলু—তার মানে!

নিরু—মানে আবার কি? এখন থেকেই ধীরে ধীরে চলা, ধীরে ধীরে বলা, হিসেব করে খাওয়া, দেব দ্বিজে ভক্তি...! আমার তো মনেই হয় না তুমি একালের ছেলে?

বিলু—একালের ছেলেরা শমদম ভক্তি শিখলে না বলেই তো এতো দুঃখ কষ্ট পায়। ভক্তি যদি মনে না থাকে...

নিরু—হয়েছে···হয়েছে। কাল যে-কথাটা বলেছিলাম তার জবাব না দিয়ে চলে যাচ্ছো বলেই তো ঐ রকম করলাম।

বিলু—কোন কথাটা বলতো?

নিরু—বিয়ের কথা।

বিলু—ও দ্যাখ...বিয়ে আমি করব না।

নিরু—কেন?

বিলু—বিয়েটা কেমন যেন একটা বন্ধন। বড্ডো জড়িয়ে পড়তে হয়।

নিরু—বাঃ। সংসারে থাকবে অথচ সংসারী হবে না...তাই কখনো হয়। আর তা যদি না করো তো বলো, আমি চাকরী আর কলেজ ছেড়ে বাড়িতে বসে থাকি।

বিলু—কেন?

নিরু—তোমাদের রেঁধে বেড়ে দিতে হবেতো? নীলু দোকানও দেখবে, একবেলা রান্নাও করবে...তাই কখনো হয়, না সেটা হতে দেওয়া উচিত?

বিলু—দেখ, টাকা পয়সা অনেক না থাকলে বিয়ে করা উচিত? শুধু শুধু একটা পরের মেয়েকে এনে কষ্ট দেওয়া বইতো...

নিরু—থামোতো। যাদের টাকা নেই, তারা যেন বিয়ে করে না? আসলে তোমার সাহস নেই তাই বলো...?

বিলু—না তা নয়। আসলে কি জানিস বিয়েটা হোল একটা দৈবের ব্যাপার।

নিরু—তোমার দৈব মাথায় থাক। তুমি শুধু কষ্ট করে বিয়েটা করে ফেলো দেখি...

বিলু—আচ্ছা একটু ভেবে দেখি...দুগগা...দুগগা...

[চলে গেলো।]

নিরু—ভাবাভাবি নয়...আমি আজই মেয়ের খোঁজে লাগবো...

শিলু—জানিস্ দিদি, দাদাকে দেখলেই দাদুর কথা মনে পড়ে যায়...

নিরু—হ্যাঁ, দাদুও ঠিক ঐরকম ছিল, (ফর্দ দেখে) যাক তাহলে এ মাসের মত হিসেব মিটলো।

শিলু—এ মাসে তাহলে আমার একজোড়া জুতো হবেতো ?

নিরু—না, এ মাসে হবে বড়দার আর বাবার ধুতি, সামনের মাসে হবে মেজদার ফুলপ্যাণ্ট। তার পরের মাসে...মানে পুজোর সময় তোমার জামা, প্যাণ্ট, জুতো মোজা সব।

শিলু—(অভিমানে) আমার চাইনা, যা...

নিরু—রাগ করিস্ না ভাই লক্ষ্মীটি। দেখ এটা হোল প্ল্যানের যুগ। সরকারের যেমন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, আমাদের তেমনি এই মাসিক পরিকল্পনা। প্ল্যানফুলি চলতে না পারলেই.... ব্যস্।

শিলু—ব্যস্ কি ?

নিরু—ভরাডুবি, সংসারটা নয় ছয় হয়ে যাবে।

শিলু—কেবল আমাকে ভোলাবার ফন্দী। আমি কিছু বুঝি না, না ?

নিরু—নারে না। তোরা যাতে বুঝতে পারিস সেইজন্যেই তো সবায়ের সঙ্গে বসে বাজেট তৈরি করি। মাসিক আয় কত, মোট ব্যয় কত···সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিসেব করি। উদ্বৃত্ত বাজেট করতে পারলেই তাকে বলবো সুষ্ঠু বাজেট।

শিলু—তোর ও সব কথা আমি বুঝিনা। আমার জুতো কবে হবে বল ?

নিরু—পুজোর মাসে।

শিলু—আর নতুন জামা প্যাণ্ট ?

নিরু—সেও পুজোর মাসে।

শিলু—সিওর হাত বাড়িয়ে দেয় ?

নিরু—সিওর শিলুর হাতে হাত রেখে বলে।

শলু—(দিদির হাত চেপে ধরে) ইউ আর এ গুড বয়···

নিরু—বয় কিরে···?

শিলু—(লজ্জা পায়) ধ্যাৎ।

[ছুটে পালায় বাইরে।

নিরু—(হাসতে হাসতে) পাগল । (ফর্দ দেখে) শ্রীমতী নিরুপমা মুখার্জি লোয়ার ডিভিসন কেরানী। মাসিক আয় একশ পঁয়তাল্লিশ। যুক্ত মুখার্জি স্টোর্সের মাসিক আয় আনুমানিক একশ কুড়ি। মোট দুই শত পঁয়ষটি। এই টাকায় এতো বড়ো সংসার চালানো মানে রোপ ড্যান্সিং। একটু বেটাল হলেই··

[নিখিল এলেন, ডান হাত পা অবশ মুখময় দাড়ি চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কিন্তু সব অবয়বে বিষণ্ণতা।

নিখিল—খরচপত্তরের ফর্দ করেছিস ?

নিরু—আবার ফর্দ বলে ? বলেছি না বাজেট বলবে ? এই নাও টাকা আর এই···এ মাসের বাজেট।

নিখিল—(ফর্দ দেখে) তোর হাত খরচা আর কলেজের মাইনে বাবদ মাত্র ২৪ টাকা রেখেছিস !

নিরু—আর কি হবে ? বাসভাড়া পনেরো, কলেজের মাইনে ন টাকা ।

নিখিল—আরো কিছু রাখলে পারতিস । যা রোজগার করছিস সবই চলে যাচ্ছে সংসারের পেছনে । এই এক বছর ঘরে বসে গিয়েই সব গোলমাল হয়ে গেলো । বিলু ঠিকমত দোকান চালাতে পারে না । নীলুতো সময় পায় মাত্র একবেলা । দোকানের আয়ও তাই দিন দিন পড়ে যাচ্ছে ।

নিরু—দাদার মাথায় যা দৈবর ভূত চেপেছে · সে ভূত ছাড়াতে না পারলে দোকানও যাবে, দাদাও যাবে ।

নিখিল—যাবে মানে !

নিরু—মানে সংসার ছেড়ে যাবে । এমনিতেই তো দাদা সংসারী স্বভাবের নয় ।

নিখিল—ওকে একটা চাকরীতে লাগাতে পারলে বেশ হতো ।

নিরু—চাকরী করা দাদার জীবনে হবে না । সংসারী করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে দাদার বিয়ে দেওয়া ।

নিখিল—বিয়ে !

নিরু—হ্যাঁ । দাদাকে আমি রাজী করিয়েছি ।

নিখিল—(রুষ্ট স্বরে) না ।

নিরু—কি না !

নিখিল—ওর বিয়ে আমি দেবো না।

নিরু—সে কি বাবা! দাদা তাহলে এমনি করে কাটাবে?

নিখিল—হ্যাঁ। তবু আমি বিয়ে দেবোনা। না তোমার, না ছেলেদের···

[ভেতরে চলে গেলেন। নিরুপমা বিস্ময় দৃষ্টিতে বাপের চলার পথে তাকিয়ে থাকে। বিষণ্ণ মুখে একটা বই নিয়ে বসলো। নীলু এলো দুহাতে দুকাপ চা নিয়ে। নীলু বিলুর ঠিক বিপরীত স্বভাবের।]

নীলু—বিদ্রোহী পদধ্বনি কে বাজাও এ রাজপথের বুকে, গুঁড়ো করে দাও দর্পিতদের উঁচু করা মাথা যতো; আমরা দ্বিতীয় বন্যার ঢেউ, আজ পৃথিবীকে ধুয়ে দিয়ে চলে যাবো ঝঞ্ঝা মেঘের মতো।···

[দিদির সামনে চা রেখে।]

Your tea please, madam...

দিন যে দৃপ্ত ঘোড়া,
বৎসর কাটে বিষণ্ণতার টানে।
গতিই মহান দেবতা,
মন্দ্রিত ড্রাম বক্ষের মাঝখানে···

Tea getting cold madam···

বলো কিবা আর উজ্জ্বল আছে
আমাদের রং চেয়ে ?
আমরা কি মরি বুলেটের রূঢ় আঘাতের বেদনায়
আমাদের আছে সঙ্গীত,
কি হবে বন্দুক সঙ্গীনে…
আমাদের শোনা কণ্ঠস্বরের গম্ভীর ঘোষণায়।

[নিরুপমা চুপচাপ।]

Anything wrong with me, madam ?

[নিরুপমা তবু চুপ।]

(গান ধরে)
চপলতা যদি কখনো ঘটে
করিও ক্ষমা
হে নিরুপমা…

[নিরুপমা এবার হেসে ফেলে।]

নিরু—চুপ কর ফাজিল। তোর জন্যে দুদণ্ড বসে ভাবনা করার যো নেই !

নীলু—ভাবনা ! ভাবনা কিরে ? এই বয়েসটা ভাবনা না করেই কাজ করার বয়স না ?

নিরু—ভালো হচ্ছে না বলছি নীলু।

নীলু—দিদি ভালো হচ্ছে না বলছি।

নিরু—কেন, আমি কি করেছি ?

নীলু—একা একা ভাবনা করছিস কেন ? আমাদের এই মুখার্জী ফাদার সিস্টার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেডের নিয়মাবলীতে আছে না, কেউ কখখনো ভাবনা করবে না।

নিরু—আমিতো আমাদের প্রাইভেট লিমিটেডের কথা ভাবছি না, ভাবছি…

নীলু—ভাবছিস নিরু অ্যাণ্ড কিসু প্রাইভেট লিমিটেডের কথা…তাই না ?

নিরু—থাম পাজী কি দরকারে এসেছিস তাই বল ?

নীলু—দরকার দুটো। প্রথম—আমার চাকরীর কি হোল ?

নিরু—চাকরী তুই করবিই ?

নীলু—হ্যাঁ। দোকান চালানো আমার দ্বারা হবে না।

নীরু—কেন ?

নীলু—একটাকার জিনিসের দাম আড়াই টাকায় হেঁকে দু'টাকায় বেচা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। দাদার দেবদ্বিজে ভক্তি শ্রদ্ধা আছে। ঠাকুর দেবতার নাম নিয়ে বেশ খদ্দের জবাই করতে পারে।

নিরু—কোন চাকরীটা করবি ? স্টেট বাসের না আমাদের অফিসের ?

নীলু—যেটা আগে পাবো। তবে যেটায় বেশি মাইনে পাবো সেটাই প্রেফারেবল।

নিরু—আচ্ছা মিঃ চ্যাটার্জিকে আজ জিজ্ঞেস করে আসবো। দুটো চাকরিই ওঁর হাতে।

নীলু—যাক, নিশ্চিত হওয়া গেলো। দ্বিতীয়—প্রশ্ন…আজতো কলেজের ছুটি?

নিরু—হ্যাঁ।

নীলু—সকাল সকাল বাড়ি ফিরবি কি

নিরু—কেন?

নীলু—আমি তাহলে রামরাজাতলায় আমার এ মাসের বরাদ্দ সিনেমা 'অতিথি' বইটা দেখতে যাবো ছটার শোয়ে। তুই ফিরে রান্না করবি।

নিরু—বেশ।

নীলু—ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ।

নিরু—আমি কিন্তু একটু পরেই চান করতে যাব।

নীলু—নিশ্চয়ই। আমার সবতো রেডি শুধু তোর জলখাবারটা বাদে—

নিরু—আমার জন্যে পর্যন্ত তুই রান্না করবি, এটা আমার একটুও ভালো লাগেনা নীলু।

নীলু—আমাদের মুখার্জি ফাদার সিস্টার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেডের নিয়মাবলীতে আছে প্রত্যেকে আমরা সকলের

তরে, সকলে আমরা প্রত্যেকের তরে। সুতরাং···

বাড়ুক শ্যামল তৃণ ক্ষেত্র
দিন কেটে যাক চূর্ণ চূর্ণ হয়ে
ধনুক বাঁকাও, হে রামধনু
ছুটন্ত ঘোড়া ঝড় হয়ে যাও বয়ে !···

[নীলু ছুটে বেরিয়ে যায়। বিস্মিত আনন্দে নিরু দাঁড়িয়ে থাকে। কিনু আসে নিঃশব্দে হাতে একটি প্যাকেট।]

কিনু—বাঃ! গ্র্যাণ্ড! অপূর্ব!

[নিরু সচকিত হয়।]

কিনু—ভারি চমৎকার দেখাচ্ছিলো ঐ পোজে!
নিরু—তাই বুঝি? তা হঠাৎ এই অসময়ে? কাজে যাওনি?
কিনু—আজ ছুটি।
নিরু—ছুটি! কিসের?
কিনু—কাজে যাবো না, তাই ছুটি।
নিরু—বেকার জীবনের ঘোর এখনও কাটেনি দেখছি। হাতে ওটা কি?
কিনু—কি বলোতো?
নিরু—কেমন করে বলবো। আমি কি হাত গুনতে জানি?

(প্যাকেট খুলে) বাঃ বেশ সুন্দর শাড়ীটা তো ? তোমার বোনের জন্য কিনেছো বুঝি ?

কিনু—আমার বোন ছাড়া অন্য কারো বোন বুঝি শাড়ী পরতে পারে না ?

নিরু—বেশতো ! কার বোনের জন্যে তুমি শাড়ী কিনে বেড়াচ্ছো, তা আমি কেমন করে জানবো ;

কিনু—তুমি বড্ডো গদ্যপন্থী নিরু। বড়ো বেশি বস্তুতান্ত্রিক। আরো একটু রোমান্টিক হতে পারো না ?

নিরু—লাভ কি তাতে ?

কিনু—বি. এ. তে তোমার ইকনমিক্স আছে, না ?

নিরু—হ্যাঁ, কেন ?

কিনু—এখন থেকেই যেমন লাভক্ষতি হিসেব করে কথা বলতে শিখেছো, মনে হচ্ছে ও সাবজেক্টটা তোমার ধাতে সইবে ভালো। যাক সত্যি কথা বলি—শাড়ীটা তোমার জন্যে এনেছি।

নিরু—আমার জন্যে ! কই আমিতো তোমাকে বলিনি শাড়ী আনতে।

কিনু—না বললে কি আমি নিজের ইচ্ছেয় আনতে পারি না।

নিরু—হুঁ বুঝেছি। কিন্তু আর যেন এরকম ইচ্ছে না হয়।

কিনু—অন্যায় করেছি কিছু ?

নিরু—তাতো বলিনি। তবে এখনও সময় আসেনি এসবের। যাক তুমি বসো আমি চানটা সেরে আসি।

কিনু—সেকি। তুমি বেরুবে নাকি ?

নিরু—হ্যাঁ, কেন ?

কিনু—বাঃ আমি তাহলে কি করতে ছুটি নিলাম !

নিরু—বেশ লোকতো। নিজেও কামাই করলে, আমাকেও যেতে দেবে না ?

কিনু—না। আজকের দিনটা আমরা নিছক আলস্য-চর্চা করেই কাটাবো।

নিরু—তার মানে, সারাদিন চুপচাপ বাড়ি বসে থাকতে হবে ?

কিনু—বাড়িতে বসে থাকবো কেন ?

ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থগীত সব ফেলে দিয়ে
চলো যাই সিনেমায় তুপুরের শোয়ে···

অবশ্য কোলকাতায়।

নিরু—আচ্ছা, প্রথম মাসের মাইনে পেতে না পেতেই তুহাতে টাকা ওড়াতে শুরু করলে ?

কিনু—একদিন বইতো নয়! তাছাড়া কতই বা খরচ হবে··· বড় জোর দশ টাকা ?

নিরু—দশ টাকাই বা কম কি ? আমাদের মত সংসারে তিনদিনের বাজার খরচ।

কিনু—আঃ চুপ করো নিরু। বাড়িতে, কারখানায়, পথে ঘাটে

সর্বত্র এই টাকা পয়সা নিয়ে টানাটানির হিসেব শুনতে শুনতে পাগল হবার জোগাড় হয়েছি। তোমাদের এখানে আসি সেই যন্ত্রণার হাত এড়াতে। কিন্তু তুমিও যদি···

নিরু—যা সত্যি, যা বাস্তব, তাকে সাহসের সঙ্গে মেনে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। যাক তোমার প্রস্তাবে আমি রাজী। কিন্তু তুটি শর্তে।

কিনু—আবার শর্ত কেন?

নিরু—হ্যাঁ তুটি শর্তে। প্রথম আগামী তিন মাসের মধ্যে এমন আবদার আর করতে পারবে না।

কিনু—সময়ের মেয়াদ আর একটু কমানো যায় না? ধরো একমাস।

নিরু—না। দ্বিতীয়....বি. এ. টা পড়তে শুরু করে দাও প্রাইভেটে।

কিনু—পড়াশুনো করবো কখন? সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি···

নিরু—আমি মেয়ে হয়ে যদি আঁতুল থেকে কোলকাতায় গিয়ে চাকরী করে কলেজ করতে পারি, তাহলে তুমিও পারবে।

কিনু—আমি যে অন্যরকম পরিকল্পনা করেছি···

নিরু—কি রকম?

কিনু—রাত্রে গান শিখতে যাব ঠিক করেছি···এখানেই এক ভদ্র-লোকের কাছে।

নিরু—গান তাহলে তুমি সত্যিই শিখবে?

কিন্নু—নিশ্চয়ই। আর শুধু সখের জন্যে নয়। এটাকে আমি পেশা করে তুলতে চাই। কারখানার যা পরিবেশ সেখানে আমি বেশিদিন থাকতে পারবো না।

নিরু—তাই বলে হুম করে আবার কাজটা ছেড়ে দিও না যেন ?

কিন্নু—না তা দেবো না। ···নিরু তোমাকে আরো একটা কথা বলবার ছিলো আমার।

নিরু—কি কথা ?

কিন্নু—আমাদের··· এই···

নিরু—কি হোল—বলো ?

কিন্নু—মানে···আমরা কত দিন আর এমনি ভাবে ·

[ভেতরে নিখিলের কাশির শব্দ। নিখিল এলেন।]

নিরু—ওঃ আপনাদের বাড়ি যাওয়ার কথা বলছেন ?

কিন্নু—না। কই তেমনতো···হ্যাঁ···হ্যাঁ···মানে···

নিরু—আপনার মা যখন ডেকেছেন তখন নিশ্চয়ই যাবো। তবে কবে যাবো, তা বলতে পারছি না। বাবা, উনি এই শাড়ীটা এনেছেন আমার জন্যে।

নিখিল—তুলে রাখো।

[নিরু প্যাকেট নিয়ে চলে যায়।]

নিখিল—শাড়ীটার কত দাম নিলো ?

কিন্নু—সতেরো টাকা।

নিখিল—টাকা দুয়েক ঠকিয়েছে। ব্যবসাদারের চোখ আমার, ঠিক ধরতে পারি।

কিনু—হ্যাঁ সেতো পারবেনই। তা আপনার শরীর এখন কেমন?

নিখিল—ভালোই। হ্যাঁ…তুমি এসেছো ভালোই হয়েছে। একটা বিষয়ে কিছুতেই স্থির মত করতে পারছি না।

কিনু—(খুব উৎসুক হয়ে) কি বিষয়ে বলুনতো?

নিখিল—নিরু বলছিলো…বিলুর বিয়ে দেবার কথা।

কিনু—ভালোইতো, তা দাদা কি বলেন?

নিখিল—তা জানি না। তবে আমার ইচ্ছে নেই।

কিনু—কেন?

নিখিল—বিয়ে দিলেই ছেলেমেয়েরা সব বাপ মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে যায়…তাই আমি কি ঠিক করেছি জানো!

কিনু—কি?

নিখিল—আমি ঠিক করেছি…আমার ছেলে বা মেয়ের কারোরই আমি বিয়ে দেবো না। অন্ততঃ যতদিন আমি বেঁচে থাকবো।

[কিনু স্তব্ধ।]

নিখিল—আচ্ছা তুমি বসো…আমি চলি…

[নিখিল চলে গেলেন। কিনু স্তব্ধ ও চিন্তিত ভাবে দাঁড়ালো। নিরু এলো।]

নিরু—ওকি! হঠাৎ অমন থম থম করছো কেন?

কিনু—কিছু না…চলি…

নিরু—সিনেমায় যাবে না ?

কিনু—না।

নিরু—শোন…কিরণ…বাবা কি তোমাকে কিছু…

কিনু—তেমন কিছু নয়…আচ্ছা চলি…আমি…

নিরু—আশ্চর্য !

[নিরু বিস্মিত ও চিন্তিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

নেঃ নিখিল—নিরু…

নিরু—যাই।

পর্দা নেমে আসে

চতুর্থ দৃশ্য



[অমরেশবাবুর সেই ঘর। কয়েকদিন পরের এক সন্ধ্যা। ক্লান্ত অমরেশ আরামকেদারায় গা এলিয়ে শুয়ে। চোখে হাত চাপা। বিনু আসে ভেতর থেকে।]

বিনু —বাবা —বাবা।

অমরেশ—উঃ....।

বিনু — এই ট্রানশ্লেসানটা একটু দেখে দেবে ?

অমরেশ—কই দেখি (সোজা হয়ে বসলেন) চশমাটা দাও।

[বিনু চশমা ও খাতা দিল।]

অমরেশ —কই কোনটা ?

বিনু—এই যে, এখান থেকে এই পর্যন্ত।

অমরেশ—(দেখে) এহে—একি লিখেছো ? News শব্দের Singular আর Plural এ একই Form, News শব্দের পরতো are বসে না ! ও শব্দটাই Singular।

বিনু—ওটা তো news নয় views. আমি লিখেছি Your views are not correct.

অমরেশ—Views ? ও হ্যাঁ তাইতো। আমারই দেখার ভুল হয়েছে ! নাঃ, এ চশমাটায় দেখছি সত্যিই আর চলবে না।

বিনু—'পাওয়ার' বোধ হয় বেড়ে গেছে !

অমরেশ—হ্যাঁ, এই মাস পাঁচেক আগে একবার কাঁচ বদলালাম, এরই মধ্যে আবার বেড়ে গেল !

বিনু—প্রুফ দেখার কাজ তুমি ছেড়ে দাও বাবা। ঐ জন্যেই তোমার চোখের জোর কমে আসছে।

অমরেশ—না না সেজন্যে কিছু হচ্ছে না। বয়েস বাড়ছে তো—তাই। তাছাড়া কত কষ্টে পাওয়া এই ষাট টাকা মাইনের চাকরী, ছাড়লে চলবে কি করে ?

বিনু—তাহলে একজন ভালো ডাক্তারের কাছে চোখ দেখিয়ে কাঁচটা বদলিয়ে নাও।

অমরেশ—আর একটা মাস দেখি। (একটু পরে) কিছুদিন থেকেই শুনছি—ঠিক এই সময় কে যেন বেহালা বাজায়। কে বলতো ?

বিনু—দাদা ওকে এনেছে। ভাঙা ঠাকুর দালানটায় থাকতে বলেছে। জানো বাবা—বেচারীর একটা পা নেই।

অমরেশ—চলে কি করে ?

বিনু—দাদাই ওকে পয়সা দেয় খেতে।

অমরেশ—আহা! ভালোই করেছে কিনু। ওকে একদিন আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসিস্‌তো।

বিনু—ও কাজটি করোনা বাবা, মা তাহলে রক্ষে রাখবে না।

[বাণী এলো এককাপ চা নিয়ে।]

রাণী—বাবা, এই নাও চা। মা বারণ করেছে—আজ আর পড়াতে যেতে হবে না।

অমরেশ—তাকে কেন আবার বলতে গেলি ?

রাণী—মা'র কাছে কিছু লুকোবার যো আছে। কখনো চা খাও না, চায়ের কথা বলতেই তাই ধরে ফেললো। ভীষণ রেগে গেছে।

অমরেশ—তোর মা একটুতেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। কি আর এমন হয়েছে। সামান্য একটু মাথা ধরেছে বৈতো নয়।

রাণী—তোমার তো আজকাল প্রায়ই মাথা ধরে। কালই তুমি ভালো ডাক্তারের কাছে যাও।

অমরেশ—হ্যাঁ যাবো। ওকিরে। ছেঁড়া কাপড় পরে আছিস্‌ কেন ?

রাণী—বাড়িতে আছি, তাই পরেছি।

অমরেশ—হুঁ—। প্রেস থেকে মাইনেটা পেলে, তোর মায়ের অসুখের দরুণ গেলমাসের দেনা ত্রিশটা টাকা শোধ করবো আর তোর জন্যে একজোড়া মিলের শাড়ী কিনে

একখানাও ?

বাণী—আমি আর স্কুলে যাবো না বাবা।

অমরেশ—কেন ? স্কুলে যাবিনা কেন ? গেল মাসে তো বা

মাইনে সব শোধ করে দিয়েছি ?

বাণী—এ মাসেও তো দিতে হবে। তার পরেও দিয়ে যেতে হবে-

অমরেশ—তাই বলে ক্লাশ ইলেভেনে উঠে পড়া ছেড়ে দিবি ?

বাণী—না বাবা পড়া আমি ছাড়বো না, তুমি দেখো।

অমরেশ—বেশ, যা ভালো বোঝো, করো। বাপের কাছে কত কি

না আশা করে ছেলেমেয়েরা। আর আমি-

বাণী বাবা—

অমরেশ—জানিস্ মা, একদিন তোর ঐ সুন্দর মুখখানির দি

চেয়ে মনের কত জ্বালা জুড়িয়েছি। আর আজ তো

মুখের দিকে চোখ তুলে চাইতেও আমার ভয় হয়!

[চোখের জল চাপবার জন্যে বাণী ছুটে পালালো

অমরেশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্তব্ধ হলেন। বি

পড়ছে।]

বিনু—"তোর আমার সম্বন্ধ কি দেনাপাওনার ? দুঃখ ? অভাব

কি যায় আসে তাতে....মুখে না বললেও অন্তরে আ

জানি তোরা সব আমার গর্বের বস্তু। তোরা মানুষ হ

চাস্...মনুষ্যত্ব ছাড়া যে বাঁচা উচিত নয় তা তো

বুঝেছিস, আর আমি কি চাইব? বেঁচে থাকার জন্যে পিতৃমাতৃস্নেহের কি কোন মূল্য নেই? ...না, তোরা আরও দুঃখ পা', আরও দুর্গম পথের পথিক হ'। ভগবানকে তোরা পৃথিবীর বুকে টেনে আন। সেইত' আমি চাই...তাতেই তোদের পিতৃঋণ মাতৃঋণ শোধ হবে—"

[অমরেশ যেন ব্যথিত হয়ে পড়েন।]

অমরেশ—(ঈষৎ চেঁচিয়ে) বিনু—তুমি ওঘরে গিয়ে পড়ো। আমি একটু একলা থাকি।

[আলো কমিয়ে বিনু চলে গেল। ঘরের ক্লান্ত বিষণ্ণতা যেন মাকড়সার জালের মত অমরেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বেহালার সুরটাও কি তেমনি করুণ! একটু পরে স্নেহময়ী এলেন। আলোটা বাড়িয়ে দিলেন।]

স্নেহময়ী—সেই বিছানা নিতে হোল তো? পই পই করে বারণ করলুম, চাকরী নিতে হবে না।

অমরেশ—সামান্য একটু মাথা ধরেছে—

স্নেহময়ী—মাথার আর দোষ কি দিনরাত অত চোখের খাটুনি সইবে কেন? এমনিতেই চোখে দেখতে পান না তার ওপর গেলেন চাকরী করতে! কি?...না, ছেলে আমার

গান শিখে লায়েক হবেন, তাকে একটু সুযোগ দিতে হবে। ঝাঁটা মারি অমন ভালোমানুষীর মাথায় আর গান শেখার মাথায়।

অমরেশ—দোহাই তোমার, একটু চুপ করো। আমি পড়াতে যাচ্ছি—তারপর যত খুশি চীৎকার করো।

স্নেহময়ী—হ্যাঁ, আমি কিছু বলতে গেলেই তো সেটা চীৎকার হয়ে যায়। আর সবাই যা বলে সেটা হয় সৎপরামর্শ। এই আমি শেষবার বলছি—কাল থেকে যদি ঐ চাকরীতে বেরুবে তো অনর্থ করবো—

[ঝড়ের মত চলে গেল।]

অমরেশ—ওঃ… ! অভাব আর অশান্তি, অশান্তি আর অভাব।

[বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি হতে লাগেন। কিনু এলো ! হাতে তার একটা নতুন চমৎকার তানপুরা।]

কিনু—তুমি আজ পড়াতে যাওনি ?

অমরেশ—এই যে যাচ্ছি—ওটা কিনলে বুঝি ? কত নিলো ?

কিনু—ষাট টাকা !

অমরেশ—ষাট টাকা ! অতগুলো টাকা খরচ করে এলে !

কিনু—ভয় নেই, তোমার সংসারের খরচের টাকা ঠিকই পাবে— (চলে যেতে উদ্যত)।

অমরেশ—কিনু—(চীৎকার করে ডাকে)।

[কিনু হকচকিয়ে যায়। তারপর বাপের মুখের দিকে তাকায়। আস্তে আস্তে ভেতরে চলে যায়। বাইরে থেকে অনন্ত ডাকে।]

অনন্ত—দাদা বাড়ি আছো ?

অমরেশ—আছি ভাই। এসো।

অনন্ত—জয় নিতাই।

অমরেশ—জয় নিতাই। তারপর, কি মনে করে ?

অনন্ত—বলছি, বলছি। একগ্লাস জল খাওয়াও দেখি। তোমাকে পাবো কি পাবো না তাই ছুটতে ছুটতে আসছি।

অমরেশ—বাণী—, একগ্লাস জল দিয়ে যাতো মা। নাও এবার বলো—খবর কি ?

অনন্ত—খবর সাংঘাতিক।

অমরেশ—সাংঘাতিক ! বাড়ির সবাই ভালো আছে তো ?

অনন্ত—হ্যাঁ হ্যাঁ। খারাপ খবর কিছু নয়। মানে সাংঘাতিক সুখবর—রামদাস বাবাজী আমাদের আনন্দ তীর্থে পায়ের ধুলো দেবার জন্যে আসবেন।

অমরেশ—সত্যিই আসবেন ?

অনন্ত—শুধু আসবেনই না গানও গাইবেন।

অমরেশ—সত্যিই আনন্দের কথা। তা কবে ব্যবস্থা করছো তাঁর গানের ?

অনন্ত—সামনের পূর্ণিমায়। বারোদিন পরেই। কিন্তু এদিকে সমস্যা দেখা দিয়েছে আসর কোথায় বসানো হবে তাই নিয়ে।

অমরেশ—কেন ?

অনন্ত—তেমন বড় চত্বরতো পাওয়া যাচ্ছে না কোথায় ! চক্রবর্তিদের বাড়িতে জায়গা যদি বা আছে লোক তেমন সুবিধের নয়।

অমরেশ—তাহলে ? কি করবে ঠিক করছো ?

অনন্ত— তুমি যদি সহায় হও দাদা তাহলে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

অমরেশ—আমার দ্বারা যদি তোমাদের কোন উপকার হয় নিশ্চয়ই তা করবো। কি করতে হবে বলো ?

অনন্ত—তোমাকে কিছু করতে হবে না। শুধু তোমার বাড়ির সামনের মাঠটুকুতে আসর বসাবার অনুমতি দিতে হবে।

অমরেশ—কি আশ্চর্য ! এর জন্যে আবার অনুমতি চাইবার কি আছে ?

অনন্ত—না, মানে বৌদি আবার কিছুটা শক্ত প্রকৃতির তো—তাই।

অমরেশ—আরে না না। তার কোনও আপত্তি হবে না। হাজার হোক স্ত্রীলোকতো ? মুখে যাই বলুক মনে মনে কালীকৃষ্ণ দুজনকেই সমান ভয় ভক্তি করে।—হ্যাঁ, কতদিন আর আছে বললে যেন— ?

অনন্ত—বারো দিন আর আছে।

[বাণী এলো এক গ্লাস জল নিয়ে।]

বাণী—কিসের বারো দিন আছে কাকাবাবু?

[বাণী অমরেশকে জল দিতে যায়।]

অমরেশ—তোর কাকাবাবুকে দে।

বাণী—ওমা! আপনি জল খাবেন? দাঁড়ান, দুটো বাতাসা দিই।

অনন্ত—না, না মা। শুধু জল হলেই চলবে।

[জল খেয়ে গেলাসটা বাণীকে দিলেন।]

অমরেশ—তোর কাকাবাবু বলছিলেন—এমাসের পূর্ণিমায় আমাদের বাড়ির সামনের মাঠটায় রামদাস বাবাজীর কীর্তনের আসর সাজাবে।

বাণী—তাই নাকি! তা হলে তো খুব ভালো হবে।

অনন্ত—কিন্তু তোমার মা যদি…

বাণী—না না মা কিছু বলবেন না। আচ্ছা আমি যাচ্ছি, এক্ষুনি মাকে গিয়ে বলছি।

[চলে গেল।]

অনন্ত—আমিও চলি তবে।

অমরেশ—এরই মধ্যে যাবে?

অনন্ত—তুমিও তো পড়াতে যাবে। চলো একসঙ্গে যাই।

অমরেশ—না, আজ আর পড়াতে যাবো না।

অনন্ত—কদিন ধরেইতো তুমি পড়াতে যাচ্ছো না!

অমরেশ—তুমি কেমন করে জানলে?

অনন্ত—এখানে আসার আগে তোমার ছাত্রর বাড়িতে গিয়েছিলাম তোমার খোঁজে। শুনলাম তুমি নাকি···

অমরেশ—চুপ। আস্তে। কথাগুলো ভেতরে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। আমি যে পড়াতে যাচ্ছি না, তা উনি জানেন না।

অনন্ত—তা হঠাৎ পড়ানো বন্ধ করলে কেন?

অমরেশ—বন্ধ কি আর ইচ্ছে করে করেছি ভাই? বাধ্য হয়েই করতে হয়েছে। রোজ প্রেস থেকে, ফেরার পর অসম্ভব মাথা ধরে।

অনন্ত—সে কি! কেন?

অমরেশ—চোখের জন্যেই বোধ হয়। চোখ দুটো তো বরাবরই খারাপ। আজকাল আরো ঝাপসা দেখি।

অনন্ত—তাই যদি হয়, তাহলে চাকরীটা ছেড়েই দাও। সামান্য কটা টাকার জন্যে চোখ দুটো হারাবে?

অমরেশ—সামান্য কি বলছো ভাই? ষাট টাকা কি কম!

অনন্ত—যা ভালো বোঝো করো। আচ্ছা চলি।

অমরেশ—কীর্তনের কথা তাহলে পাকা রইলো?

অনন্ত—নিশ্চয়ই। জয় নিতাই···

অমরেশ—জয় নিতাই।

[অনন্ত চলে গেল।]

অমরেশ—এমাসে চশমার কাঁচটা বদলে নেবো, তাহলে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠবো…

[স্নেহময়ী ঢুকতে ঢুকতেই বলে]

স্নেহময়ী—ছোট তরফের কত্তা এসেছিলেন ?

অমরেশ—হ্যাঁ।

স্নেহময়ী—বলি…বাইরের লোকের সামনে তুমি সোমত্ত মেয়েটাকে ডেকে পাঠালে কোন আক্কেলে ?

অমরেশ—ছিঃ ছিঃ… দিন দিন একি স্বভাব হচ্ছে তোমার !

স্নেহময়ী—তাতো বলবেই। সংসারের ঝামেলাতো তোমাকে পোয়াতে হয় না ? এক ওই বড় ছেলের নামে নানা কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

অমরেশ—কেন, সে আবার কি করেছে ?

স্নেহময়ী—চৌধুরী পাড়ার মুখুজ্জেদের সেই মেয়েটার সঙ্গে মেলামেশা করে। এখানে সেখানে যায়।

[কিন্তু সেজগুজে ভেতর থেকে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়।]

অমরেশ—এতে কি এমন…।

স্নেহময়ী- তাতো বলবেই। তোমার ছেলেকে ডাইনীতে পেয়েছে···
বুঝলে? সময় থাকতে সাবধান হও, নইলে···

কিনু—(জোর গলায়) মা!

[স্নেহময়ী থমকে গেলেন।]

অমরেশ—এই যে···তুমি কোথায় বেরুচ্ছ নাকি?

কিনু—হ্যাঁ, নেমন্তন্ন আছে।

স্নেহময়ী—নেমতন্ন আছে তো আগে বলোনি কেন? রান্না-বান্না হয়ে গেছে সব। কে খাবে সেগুলো?

কিনু—কেউ না খায় তো ফেলে দিও···

স্নেহময়ী—উঁ··· এমনি খেতে পাত জোটে না, রান্নাভাত ফেলে দেবে!

কিনু—বেশ, তাহলে রেখে দিও। কাল সকালে আমিই খাবো।

স্নেহময়ী—তাই খেও! আর একটা কথা বলে রাখছি তোমার ওই খোঁড়া বেহুলা বাজিয়েটাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে···কানের কাছে রাতদিন প্যাঁপোঁ ভালো লাগে না।

কিনু—তোমার ভালো না লাগতে পারে, আমার লাগে···বাবা এই নাও টাকা।

অমরেশ—(গুনে) মাত্তর চল্লিশ টাকা!

কিনু—ওর বেশি এমাসে আর দিতে পারবো না।

অমরেশ—আর কুড়িটা টাকা অন্ততঃ দাও··চশমার কাঁচ না বদলালে আর চলছেই না।

কিনু—সে কথা গত মাসে বললেই পারতে, তানপুরাটা কিনতাম না তাহলে ?

স্নেহময়ী—ওই ঐশ্বিযি্যেটা তাড়াতাড়ি কেনবার দরকার ছিলোই বা কি ? পয়সাগুলো উড়িয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করবার ফন্দী ? ঘর-ভাঙ্গানী পরভজানো ছেলে…

অমরেশ—আঃ তুমি থামো :

কিনু—স্বার্থপর কুচুটে আপন জনের চেয়ে পব ঢের ভালো।

অমরেশ—কিরণ !!

কিনু—কোনো মা, তার ছেলের সম্বন্ধে এমন নীচ ধরনের কথা বলতে পারে আমি তা ভাবতেও পারি না।

স্নেহময়ী—ইতরপনা করবে…আর মা বলতে গেলেই দোষ… ?

কিনু—ইতরপনা আমি করছি না, ইতরপনা তুমিই করছো…।

অমরেশ—(জোরে) কিরণ… !

কিনু—ঠিকই বলেছি। অন্যায় কিছু বলিনি। …ঐ চল্লিশ দিয়েছি, ওর বেশি আর কিছু দিতে পারবো না। ইচ্ছে হয় নিও, না হয় না নিও।

স্নেহময়ী—(স্বামীর হাত থেকে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে) আমরা ভিখিরি নই ..এই নে ..এই নে তোর টাকা—

[টাকাগুলো কিনুর দিকে ছুঁড়ে দেয় অমরেশ সেগুলো কুড়োতে যায়।]

স্নেহময়ী—খবরদার বলছি, ও টাকা নেবে তো আমার মরামুখ দেখবে… !

কিনু—তুমিও চাও আমার মরামুখ দেখতে—তাই একদিন দেখবে… তাই একদিন দেখবে…

[দ্রুতবেগে বাইরে চলে যায়।]

অমরেশ—কিনু…কিরণ… শোন—আমার একটা কথা…নাঃ—কেউ কিছু শুনতে চায় না। বুঝতেও চায় না! বিনু—

বিনু—বাবা—

অমরেশ—বলতে পারিস আমি কি করবো? কতদিক সামলাবো?

[বিনু সজল চোখে বাপের দিকে চেয়ে থাকে।]

পর্দা নেমে আসে

প ঞ্চ ম দৃ শ্য

★ ★ ★ ★ ★

। নিখিলবাবুর সেই ঘর। কয়েকদিন পরের কথা। এখন সন্ধ্যা ঃ নিখিলবাবু রেডিয়োটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। আবৃত্তি করতে করতে নীলু এলো ভেতর থেকে ; হাতে একবাটি দুধ।]

নীলু—আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ হানা খেয়ালী বিধির
বক্ষ করিব ভিন্ন !
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদচিহ্ন—
—এই সেরেছে। তুমি আবার ঐ যন্ত্রটাকে নিয়ে পড়েছো।
ব্যস—হয়ে গেল।

[নিখিল রেডিয়ো বন্ধ করলেন।]

নিখিল—কি হয়ে গেল ?

নীলু—যন্ত্রটা শেষ হয়ে গেল।...এই নাও দুধ।

আরো গান চাই—?

নিখিল—আমি যন্ত্রটায় হাত দিলেই তুই অমন করিস কেন বলতো

নীলু—তুমি যে অযান্ত্রিক !

নিখিল—তার মানে !

নীলু—মানে কিছু নয়। একটা গল্পের নাম। দুধটা খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি। ডাল চাপিয়ে এসেছি··· ।

নিখিল—এই দুধের খরচটা ফালতু।

নীলু—দিদিকে বলো। ওটা আমার এক্তিয়ারের বাইরে। হ্যাঁ, শুনেছো।···আমার চাকরী প্রায় ঠিক।

নিখিল—নিজেদের ব্যবসা না দেখে পরের চাকরী করবি ?

নীলু—এ বিষয়েও উত্তর দেবে দিদি। তবে হ্যাঁ, একটা কথা খুব সত্যি। সবাই মিলে একটা ছোট দোকানের ওপর নির্ভর করে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

নিখিল—তোরা সবাই দিদির কথাতেই ওঠাবসা করিস। আমি বুঝি কেউ নই !

নীলু—তুমি এ সংসারের সবটাই প্রায়। তবু তোমার কথা শোনা সম্ভব নয়।

নিখিল—কেন ?

নীলু—অনেকদিন···মানে সারাজীবন শুধু দোকান আর বাড়ি করে করে···তুমি এখন এর বাইরে বড়ো কিছু বা নতুন কিছু ভাবতেই পারো না। অথচ পৃথিবীটা অনেক বদলে গেছে। ···যাক ওকথা চাকরীতে মত আছে তাহলে ?

নিখিল—কোথায়···কিসের চাকরী ?

নীলু—দুটো চাকরী হতে পারে। প্রথমটা—সরকারী বাসের কন-ডাক্টারী। দ্বিতীয়টা—দিদির অফিসের কেরানীগিরি। আমি প্রথমটা নিতেই বেশি ইচ্ছুক।

নিখিল—কন্‌ডাকটারী! ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে শেষে···

নীলু—ওটা বাজে কথা। কনডাক্‌টারীই নিতে চাই, কারণ ওতে সারাদিন ছুটোছুটি করে বেড়ানো যাবে।···গতিই মহান দেবতা···।

নিখিল—না। ও চাকরী তুমি নেবে না!

নীলু—দিদি কি বলে দেখি। ও 'হ্যাঁ' বললে আমি না করে পারবো না।

নিখিল—আমি তোমার বাবা। আমি বলছি—ও চাকরী তুমি নেবে না। নোংরা চাকরী।

নীলু—আমি সেদিক দিয়ে ভাবছি না। ভাবছি অন্য কথা। ও চাকরী করতে গেলে কলকাতায় থাকতে হবে। দিদিকে ছেড়ে থাকতে পারবো না।

নিখিল—কলকাতায় থাকতে হবে? তাহলে অবশ্য আমার খুব আপত্তি নেই।

নীলু—সে কি !!

নিখিল—তুমি পুরুষ মানুষ। মেয়েছেলের জ্ঞান বুদ্ধিতে তুমি

বড়ো হয়ে ওঠে...এটা আমি চাই না। না হলে, ঐ দোকানই দেখতে হবে।

নীলু—ঐ দোকান থেকে আয় বাড়াতে গেলে আরো কিছু মূলধন চাই। আর চাই কিছু নতুন ব্যবসা বুদ্ধি। দাদার তা নেই। আর আমি চালাতে গেলে দাদার অসুবিধে হবে। যাকগে, সে যা হয় করা যাবে। দিদি আসুক।

[দুধের বাটিটা হাতে নিয়ে চলে গেল আবৃত্তি করতে করতে।]

আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন
আমি চির বিদ্রোহী বীর
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি এক চির উন্নত শির।

নিখিল—পাষণ্ড!

[জ্বলন্ত চোখে চেয়ে রইলেন। ভেতর থেকে আবৃত্তি ভেসে আসছে।]

নেঃ নীলু—
বল বীর
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমার নতশির ঐ শিখর
হিমাদ্রির

[বিলু এলো বাইরে থেকে।

নিখিল—এরই মধ্যে চলে এলে?

বিলু—ওদিককার আলো সব নিবে গেছে, কখন জ্বলবে তার ঠিক নেই, তাই।

নিখিল—বিক্রিপাটা কেমন হচ্ছে?

বিলু—যেমন ছিল তেমনই।

নিখিল—কিছু বাড়ে নি?

বিলু—নাঃ।

নিখিল—বাড়া উচিত ছিল।

বিলু—কি দরকার? যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু তো হচ্ছেই ভগবানের দয়ায়।

নিখিল—নীলু বলছিলো দোকানের আয় কমে যাচ্ছে।

বিলু—ও একটা পাগল। বলে—রেডিমেড জামা কাপড়ের সঙ্গে চাল ডাল তেল নুনের দোকান দিতে। ও কাজ কখনো আমরা পারি? তাছাড়া, অত বাড়াবাড়ি করার কি দরকার আমি তো বুঝি না। দিন তো চলে যাচ্ছে।

নিখিল—তোমার জায়গায় আমি থাকলে, অন্যকথা বলতাম। বলতাম আমার আরও টাকা চাই।

বিলু—টাকা, টাকা বেশি করলে টাকাতো আসেই না—শান্তিও নষ্ট হয়।

নিখিল—যাও…জামা কাপড় ছেড়ে ফেলো।

[বিলু ভেতরে যায়।]

নিখিল—অপদার্থ।

[নিরুপমা এলো সেই মুহূর্তে।

নিরু—কে অপদার্থ বাবা ?

নিখিল—তুই এরই মধ্যে ফিরলি ?

নিরু—একজন প্রফেসার মারা গেছেন। তাই ছুটি হয়ে গেল আর সব কোথায় ? কারও সাড়াশব্দ পাচ্ছিনা যে ! নীলু···শিলু···

নিখিল—তুই যা, রাস্তার পোশাক বদলা।

নিরু—হ্যাঁ, যাই।

[শিলু এলো।

শিলু—দিদি এরই মধ্যে এলি !

[দিদিকে জড়িয়ে ধরে।

নিরু—চুপি চুপি দেখতে এলাম, তুই কেমন পড়াশুনো করছিস্।

শিলু—আমার সব পড়া তৈরি। দেখবি চল—

নিরু—দাঁড়া একটু জিরিয়ে নিই—তুই যা, আমি খানিক পরেই যাচ্ছি। নীলুকে এক গেলাস জল নিয়ে আসতে বল

[শিলু চলে গেল।

নিরু—আজ তোমার শরীর কেমন আছে ?

নিখিল—ভালো। রোজ এই এক কথা তোর ?

নিরু—না জিজ্ঞেস করলেও তো ভাববে, আমি অক্ষম হয়ে পড়েছি কেউ আমার দিকে তাকায় না।

নিখিল—ও, সেই জন্যেই ঐ কথা রোজ জিজ্ঞেস করা হয়! আমি যদি বলি ভালো নেই।

নিরু—তোমার এমন ছেলেমানুষের মত রাগ! বসো, আজ সারাদিন কি করলে তাই বলো। গাঙ্গুলী জ্যেঠার বাড়ি গিয়েছিলে?

নিখিল—না। ভালো লাগে না আর কারো বাড়ি যেতে।…হ্যাঁরে, নীলুর জন্যে তুই নাকি চাকরীর জোগাড় করছিস?

নিরু—হ্যাঁ, দোকান চালানোর মত কাজ ওর জন্যে নয়।

নিখিল—কাজটা কি ভালো? ভদ্দরলোকের ছেলে হয়ে শেষে সাতশো লোকের কাছে হাত পাতার চাকরী করবে!

নিরু—নিজে পরিশ্রম করবে—তাতে লজ্জার কি আছে?

নিখিল—না, না। ওই চাকরী ও করুক আমার পছন্দ নয়।

নিরু—বেশ, সে পরে দেখা যাবে।

[নীলু জল নিয়ে এলো।]

নীলু—তুই এরই মধ্যে ফিরেছিস! তাই হঠাৎ কেমন যেন বাড়িটা আলোয় আলোময় মনে হচ্ছে।

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
ওগো বিচিত্ররূপিণী!

নিরু—থাম, সব তাতেই ফাজলামো। (জল খেলো)

নীলু—কই? আমার চাকরীর কি হোল?

নিরু—হবে। হবে।

নিখিল—ও চাকরী করতে গেলে বিলু কি একা পারবে দোকান দেখতে ?

নিরু—দাদা একা দেখবে কেন, আমিও দেখবো।

নিখিল—তুই দেখবি !

নিরু—হ্যাঁ।

নিখিল—কি যাতা বলছিস ?

নিরু—যাতা নয় বাবা। সত্যি বলছি। আমার জায়গায় নীলু চাকরী করবে। এই যে ওর অ্যাপোয়েণ্টমেণ্ট লেটার। আমি চাকরী ছাড়ার নোটিশ দিয়ে এসেছি। এই নে নীলু।

নীলু—হুররে !

নিখিল—(রেগে) তোরা সব ভেবেছিস কি আমাকে ? অক্ষম হয়ে পড়েছি বলে আমি কি মরে গেছি—যে, যা খুশি তাই করবি ?

নিরু—রাগ করো না বাবা।

নিখিল—না, না। এ হবে না।

নিরু—তাছাড়া, আমার বাড়িতে থাকার দরকার বাবা। সংসারের জন্যেই আমার থাকা দরকার। নীলু শিলুর জীবন চিরকাল এই গণ্ডিতেই তো আটক থাকবে না। তুমি আর অমত করোনা বাবা।

নিখিল—বেশ, যা খুশি তোমাদের তাই করো আমি আর কাউকেই কিছু বলবো না।

[চলে গেলেন।]

নীলু—সত্যিই তাহলে চাকরীটা পেয়েছি দিদি !

নিরু—হ্যাঁরে···পরশু থেকেই জয়েন করতে হবে।

নীলু—Thank you. দে দোল দোল,

দে দোল দোল

বধূরে আমার পেয়েছি আবার

ভরেছে কোল। দে দোল দোল।

[শিলু এবং কিনু এলো।]

কিনু—কি ব্যাপার ! হঠাৎ এত দোলা কিসের !

নীলু—একটা দারুণ, দারুণ, দারুণ সুখবর আছে কিনুদা···। আমি চাকরী পেয়েছি।

কিনু—চাকরী পেয়েছো ! বাঃ ! কোথায় ?

নীলু—দিদির অফিসে।

[অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা কিনুকে দেয়।]

পরশু থেকে জয়েন করবো।

কিনু—সত্যিই খুব সুখবর। সেলিব্রেট করা উচিত।

নীলু—নিশ্চয়ই। দাঁড়ান, ধোকা রেঁধেছি, এক বাটি নিয়ে আসি

আপনার জন্যে। মোগলাই ধোকা, খেলে আর ভুলতে পারবেন-না।

[আবৃত্তি করতে করতে চলে গেল।]

নিরু—এমন খ্যাপা ছেলে দুটি দেখিনি। হ্যাঁরে শিলু, বড়দা এসেছে ?

শিলু—ধ্যান গম্ভীর ঐ যে ভূধর…

নিরু—থাম পাজী। তুইও মেজদার মত হচ্ছিস! যা, বড়দাকে হোমটাস্ক দেখা ততক্ষণ, আমি যাচ্ছি।

শিলু—দিদি, আমার গাটা একটু দেখতো।

নিরু—কেনরে? জ্বর হয়েছে নাকি! দেখি। তাইতো, গা বেশ গরম। …তুমি বসো, আমি একে শুইয়ে দিয়ে আসছি। চল। চল।

[শিলুকে নিয়ে নিরু চলে গেল।]

কিনু—কি আশ্চর্য জীবন্ত পরিবার। এওতো দরিদ্রের সংসার। তবু সবাই কত খুশি, কত সুখী। আর…

[নীলু এলো ধোকার বাটি হাতে নিয়ে।]

নীলু—এই নিন কিনুদা… হাতে গরম। চমৎকার লাগবে, নিন।

[কিনু নিয়ে খেতে শুরু করে।]

নীলু—চাকরীটা পেলাম খুব ভালো হোল, কি বলেন ?

কিনু—হ্যাঁ, বিশেষ করে তুজনের একই জায়গায় চাকরী।

নীলু—দিদিতো চাকরী করবে না।

কিনু—সেকি!

নীলু—হ্যাঁ, ও চাকরী ছেড়ে দিয়েছে। দোকান দেখবে।

কিনু—দোকান দেখবে!

নীলু—হ্যাঁ।...ও যখন বলেছে দেখবে তখন দেখবেই। ওর ভীষণ জেদ এসব ব্যাপারে। তাছাড়া, এরকম এক্সপেরিমেণ্ট কিছু কিছু হওয়া ভালো। যা দিনকাল পড়েছে।

কিনু—যেমন তুমি, তেমনি তোমার দিদি। না, না ওর চাকরী ছাড়া চলবে না।

নীলু—চাকরী ছেড়ে দিয়েই এসেছে..ও যা বলে তা করে। ধোকাটা কেমন লাগলো বললেন না?

কিনু—কোনটা। যেটা খাওয়ালে না যেটা শোনালে?

নীলু—তুটোই?

কিনু—উত্তম।

[নীলু চলে গেল। কিনু তেমনি বসে রইলো। নিখিল এলেন।]

নিখিল—নিরু চাকরী ছেড়ে দিচ্ছে—শুনেছো?

কিনু—হ্যাঁ, কিন্তু ছেড়ে দেওয়াটা বোধ হয় ঠিক হবে না।

নিখিল—একজন মেয়েছেলে বাড়িতে না থাকলে সংসার ঠিক মানায় না। কাজটা ও ভালোই করেছে কি বলো?

কিনু—না, এটা ভালো কাজ হয়নি। আজকালকার মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়াই উচিত। নইলে বিয়ের পর···

নিখিল—নিরুর বিয়ের কথা আমি ভাবি না।

কিনু—আপনি না ভাবলেও ও হয়তো ভাবে। আর কেউ হয়তো ভাবে।

নিখিল—তাহলে সেটা ওর এবং তার দুজনেরই বোকামী।

কিনু—বোকামী!

নিখিল—হ্যাঁ,···যাক ও কথা, আমি ভাবছি নীলু যা পাবে আর দোকান থেকে যা আয় হবে···তা একসঙ্গে করে গুছিয়ে চালানো যায়। মানে নিরু চালায়, তাহলে ধারদেনাগুলো সব এক বছরের মধ্যেই শোধ হয়ে যাবে। তারপর বিলুর যদি বিয়ে দিতেই হয়···না, না···বিয়ে কথাটা ভাবতেই আমার ঘেন্না করে।

কিনু—কেন?

নিখিল—আমার এই সাজানো সংসারের মধ্যে বাইরের কেউ এলেই সে হবে একটা উৎপাত। তখনই শুরু হবে অশান্তি।

কিনু—কিন্তু, নিরু যদি চায় বিয়ে করতে?

নিখিল—(তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে) কদিন আগেও তুমি এই প্রশ্ন করেছিলে। না, ও তা চাইবে না। চাইলেও দেবো না।

[নিখিল চলে গেলেন। কিনু চুপ হয়ে গেল। নীলু এলো।]

নীলু—বাটিটা নিতে এলাম। (বাটি নিয়ে) যে বিষয়ে কথা বলছিলেন, সে বিষয়ে বাবাকে আর কিছু বলবেন না। উনি আপনাকেও পছন্দ করেন না।

কিনু—তোমার দিদি জানে এ কথা ?

নীলু—হ্যাঁ। তবে দিদিকেও কিছু বলবেন না। ঐ দিদি আসছে।

[নিলু বাটি নিয়ে চলে গেল গুন গুন করে গান করতে করতে। নিরু এলো।]

নিরু—কি ব্যাপার! হঠাৎ এত গম্ভীর যে!

কিনু—কই না।

নিরু—না বললেই শুনবো ? কি হয়েছে ?

কিনু—তুমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে এসেছো শুনলাম।

নিরু—ঠিকই শুনেছো।

কিনু—আমার সঙ্গে একবার পরামর্শ করারও দরকার বোধ করলে না।

নিরু—যে কারণে চাকরী ছেড়েছি তা শুনতে চাও।

কিনু—কারণ আবার কি ? খামখেয়ালীপনা।

নিরু—তাই বটে!

[টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ব্যাগ খুলে একটা চিঠি বার করলো।]

নিরু—প্রথম লাইনটা এর পড়ে শোনাই শোনো—'প্রিয়তমা

নিরুপমা—অবশেষে এই চিঠিটা না লিখে থাকতে পারলাম না'…।

কিনু—দেখি…কার চিঠি। (চিঠি প'ড়ে) বিজন চ্যাটার্জি কে?

নিরু—আমার অফিসের বড়বাবু।

কিনু—যিনি নীলুর চাকরী করে দিয়েছেন?

নিরু—হ্যাঁ। ভদ্রলোক অশেষ দয়ালু কি বলো? উনি শুধু শাঁখা শাড়ীতেই আমায় নিতে চেয়েছেন। বিপত্নীক তো।

কিনু—জানোয়ার।

নিরু—এবার বলো, চাকরী ছেড়ে অন্যায় করেছি? (কিনু চুপ) ভাবনা করোনা। এতে আমার, তোমার, আমাদের সংসারের সবায়েরই ভালো হবে।

কিনু—আমার ভালো হবে কিসে?

নিরু—আমি কলেজ ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে পড়াবো। তোমারও পড়া হবে।

কিনু—তোমার বাবা বোধ হয় চান না, আমি তোমার সঙ্গে মিশি।

নিরু—জানি। তবে সে জন্যেও ভাবনা করার কিছু নেই।

কিনু—ভাবনা করার কিছু নেই!

নিরু—না।

কিনু—কিন্তু উনি তো তোমার বিয়ে দিতে চান না!

নিরু—জানি। কেন বিয়ে দিতে চান না তা আমি বুঝি।

কিনু—কেন?

নিরু—দেহে অক্ষম হয়ে পড়ার শঙ্গে সঙ্গে ওঁর মনেও ক্রমশঃ একটা রোগের প্রকোপ বেড়েছে। যাক, আমার সঙ্গে একবার যাবে ?

কিনু—কোথায় ?

নিরু—ডাক্তারখানায়। শিলুর গা বেশ গরম। বুকে পিঠে সর্দিও আছে।

কিনু—কিন্তু আমি যে দরকারে এসেছিলাম সেটা যে বলা হোল না ?

নিরু—কি দরকার ?

কিনু—সামনের রবিবার আমাদের বাড়ির সামনে রামদাস বাবাজী কীর্তন গাইবেন। তোমাকে আর তোমার বাবাকে যাওয়ার জন্মে বলে দিয়েছেন বাবা।

নিরু—আচ্ছা, আমি বলে দেবো বাবাকে। ভালো থাকলে নিশ্চয়ই যাবেন উনি। পারিতো আমিও। নাও, চলো।

কিনু চলো।

[কিনু আর নিরু বেরিয়ে গেল। আড়াল থেকে নিখিল এলেন। চোখে তার জ্বলন্ত দৃষ্টি।]

নিখিল—না, না···ওদের দুজনের মেশা বন্ধ করতেই হবে।

পর্দা নেমে আসে

ষ ষ্ঠ দৃ শ্য

★ ★ ★ ★

[কেনারাম-এর চায়ের দোকান। কিনু একা বসে কি যেন চিন্তা করছে। তার সাজ পোশাকের সেই জৌলুষ আর কথাবার্তার সেই তেজ অনেকখানি কমে এসেছে এই ক'দিনে। এক কাপ চা নিয়ে কেনারাম আসে।]

কেনারাম—রোজ বাড়ানোর জন্যে বাবুদের কাছে দরবার করবে বলে এক পা এগোয় তো পাঁচ পা পেছোয়। তুমি একটু মদত দাও না দাদা।

কিনু—ওরাতো আমাকে দলে নেয় না। বলে ভদ্দরলোক মানেই বিভীষণ পার্টির লোক। তাই বিশ্বাস করে না।

কেনারাম—বিশ্বেস না করারও কারণ আছে দাদা। ওদের তুলনায় তুমি তো বড়লোক।

কিনু—বড়লোক! বলো কি!

[redacted]নারাম—নয়ই বা কেন দাদা ? নিজেদের বাড়ি রয়েছে, বাপের পেন্‌সন্ রয়েছে, চাকরীও করছে ! তার ওপর তুমিও রোজগার করো !

[redacted]নু—তুমি দেখছি আমার অনেক খবরই রাখো।

[redacted]নারাম—আমার আর খবর রাখবার সময় কই দাদা। কানা-ঘুষোয় যা শুনতে পাই।

[redacted]নু—আমাকে নিয়ে তাহলে এখানে কানাঘুষো চলে ? আচ্ছা।

[redacted]নারাম—মাথা গরম করে লাভ নেই দাদা। নোংরা জলে ঢিল ছুঁড়লে নিজের গায়েই লাগবে। চেপে যাওয়াই ভালো। যাক ওসব···ট্যাকাটা আজকেই নেবে তো ?

[redacted]নু—টাকা ?

[redacted]নারাম—আরে ঐ যে···সেই পঞ্চাশটা টাকা ধার চেয়েছিলে ?

[redacted]নু—হ্যাঁ, নেবো। টাকাটার খুবই দরকার।

[redacted]নারাম—বাড়িতে অসুক-বিসুক বুঝি ?

[redacted]নু—এ্যাঁ···হ্যাঁ। গতমাসে মা'র অসুখে অনেক টাকা দেনা হয়ে গেছে বাবার।

[redacted]নারাম—যাবার সময় নিয়ে যেও তবে। সুদ কিন্তু ঐ···মাসে একশ টাকায় দশটাকা রেটেই পড়বে।

[redacted]নু—এত !!

[redacted]নারাম—এ্যাতো কিগো ? তুমি বলেই তাই দশট্যাকা নিচ্ছি। অন্যদের কাছ থেকে বারোর এক পয়সা কম নিই না।

কিনু—(একটু ভেবে) বেশ তাই দেবো। হ্যাঁ···শোন তুমি যে
আর কাউকে একথা বলো না।

কেনারাম—খেপেছো দাদা, কাকপক্ষীতেও টের পাবে নি। বলা
দরকার কি! ....ঐ যে রতন দাদা! সে এখানে আ
কম, ঠিক চিনতে পারবেনি! তোমাকে বলেই বলছি···
প্রায়ইতো আমার কাছ থেকে ট্যাকা নিয়ে যায়। আ
বাপু জানিনে, কেন নিস্! মেয়েমানুষে পেয়েছে, আর
কি রক্ষে আছে! সব শুষে নেবে! কিনা ভালবাসা···
মরুক গে যাক···

[কেনারাম যেন কথাগুলো কিনুর উদ্দেশ্যেই ব
ভেতরে যায়। এই সময় গৌরাঙ্গ ও জীবন
বলতে বলতে এলো।]

জীবন—তুই শালা সংসারের বুঝিস্ কি?

গৌরাঙ্গ—যত শালা তুই বুঝেছিস্! আমি শালা বিয়ে ক
সংসার বুঝলুম নি, তুই শালা বিয়ে না করে বু
ফেললি? টু-টোয়েন্টি···

জীবন—আলবৎ বুঝেছি। তোর শালা সংসারে আছে কে? তুই
আর তোর বউ? আর আমার···বাবা, মা, ভা
বোন···

গৌরাঙ্গ—আরে থাম। আর বাপ মা ভাই বোন দেখাতে হবে না

আমি শালা আমার বউয়ের পেছনে যা খরচ করি… তোর মত চার চারটে বাপকে পুষতে পারি, বুঝলি ?

[redacted]বন—কি বললি আমার চারটে বাপ—(ওঠে রুখে) মুখ সামলে কথা বলবি গৌরে, মুখ সামলে কথা বলবি…

[redacted]রাঙ্গ—(ভয় পেয়ে) এ…এ…এই ত্মাখো…অমন চটে উঠলি কেন ! একটা কথার কথা বলে ফেলেছি তাই বলে… কেনাদা—কেনাদা দুটো ফুল-চা আর দুটো কেক দাও… দাঁড়িয়ে রইলি কেন, বস। (বিড়ি বার করে) নে ধর (বিড়ি ধরায়)…তুই বড় ছেলেমানুষ মাইরি…আচ্ছা তুই ধর, প্রত্যেক মাসে শাড়ী, ব্লাউজ, সায়া, স্নো, পাউডার, আলতা, কুমকুম, সুরমা, মাথার কাঁটা, তারপর সিনেমা…

[redacted]বন—হুঁ…শালা মাইনে পাস ষাট টাকা। সব যদি বউয়ের পেছনে খরচ করিস তো খাস কি ? হাওয়া ?

[redacted]রাঙ্গ—ধার করতে হয় বুঝলি ধার করতে হয়। এ মাসে নিয়ে ও মাসে দিই। আবার ও মাসে নিয়ে পরের মাসে দিই। আরে ভাই ও সব বউকে না দিই যদি বুঝলি কিনা—রাগ করে হয়ত বাপের বাড়ি চলে যাবে। তুই তো আর বিয়ে করলি না…আরে এই সেদিন, ঝর্ণায় 'পাঁখরো কি গীত' দেখতে গেছলুম দুজনে। ঐ বই দেখে বউ কি বলেছে জানিস ! বলে আমি গান শিখবো…আমিও গানের মাস্টার খুঁজতে লাগলুম।

জীবন—শালা বউয়ের পোষা গাধা।

গৌরাঙ্গ—যা বলেছিস মাইরি—(হঠাৎ চমক খেয়ে) কি ব[redacted]
আমি বউয়ের পোষা গাধা?

জীবন—আলবৎ···

গৌরাঙ্গ- মুখ সামলিয়ে কথা বলবি জীবনে···ফের যদি কোন [redacted]
বলেছিস তো—

জীবন—কি—কি করবি কি?

গৌরাঙ্গ—মুখ একেবারে হাতুড়ি মেরে গুঁড়িয়ে দেবো।

জীবন—তবে রে শালা—

[কেনারাম চা ও কেক আনতে আনতে ব[redacted]

কেনারাম—এ···ই ছাখো আবার দুজনে আরম্ভ করেছো···এই ন[redacted]
চা আর কেক—

গৌরাঙ্গ—নে খেয়ে নে—

জীবন—না. তোর পয়সায় খাবো না।

গৌরাঙ্গ—খেয়ে নে, রাগ করছিস কেন···নে ধর।

[দুজনে খেতে আরম্ভ করে। রামুদা, পিলে
বাচ্চি দাবী জানানোর কথা নিয়ে কথা ব[redacted]
বলতে এল।]

রামুদা—তাহলে ঐ কথাই ঠিক রইলো। সামনের সাত [redacted]
তারিখে বড়বাবুর কাছে যাবো দাবী দাওয়া নিয়ে—তো
কি বলিস রে?

[redacted]রাঙ্গ—বড়বাবু শুনবে ?

[redacted]ল—ওর বাপ শুনবে। এমনি না শুনলে ঘাড় ধরে শোনাবো।

[redacted]রাঙ্গ—না বাবা, আমি ওসব মারপিটের মধ্যে নেই।

[redacted]চি—দূর বোকা মারপিট হবে কেন ? আমরা শুধু দল বেঁধে গিয়ে আমাদের দাবীর কথা জানাবো।

[redacted]ন—তার মানে, ইউনিয়ন করতে হবে, ঝাণ্ডা ওড়াতে হবে। ওরে বাবা…!

[redacted]চি—ইউনিয়নতো করতেই হবে। আমরা একজোট না হলে বাবুরা আমাদের কথা শুনবে কেন ?

[redacted]ন—না বাবা, ঐ সব ফৈজতের মধ্যে আমি নেই। ঝাণ্ডা ওড়াতে গিয়ে যদি চাকরীটাই চলে যায় তখন খাবো কি ?

[redacted]ল—নরদমার পাঁক খাবি শালারা। তোকে বলিনি বাচ্চি, আমাদের সঙ্গে যত সব মেয়েমানুষ মার্কা বেটাছেলে কাজ করে। সব ব্যাটা ভয়েই মরে আছে।

[redacted]—ও তো ঠিক কথাই বলেছে। চাকরী যে যাবে না তার গ্যারান্টি আপনারা দিতে পারেন ?

[redacted]ল—আপনি মশাই ভদ্দরলোক আছেন, ভদ্দরলোকের মত চুপচাপ থাকুন। মেলা ফটফট করবেন না।

[redacted]চ—আঃ পিলে থাম দেখি। দেখুন কিরণবাবু একথা অন্ততঃ আপনার বলা সাজে না। আমরা একজোট হতে পারি না বলেইতো পড়ে পড়ে মার খাই।

কিনু—মার খায় কে ? যে বোকা সেই মার খায়।

[রমু পাগলা এল।]

পিলে—আর আপনার মত চালাক যারা, তারা তলে তলে টু-পাইস গুছিয়ে নেয়। বেইমান—

কিনু—মুখ সামলিয়ে কথা বলুন!

পিলে—যান যান…কত মাস্তান দেখোচ্ছ…নেংটি ইঁদুর…

কেনারাম—আমার এখানে এসব হুজ্জোতি করোনা দাদা, এখান থেকে ঝুট ঝামেলা হঠাও।

পিলে—তুমিতো বলবেই। তুমিও যে একের নম্বরের পয়সা চোসকা।

কেনারাম—তাতো বলবেই, সময়ে অসময়ে হাত পাতলেই দিই কিনা—

পিলে—ওরে আমার দানবীর দাতাকর্ণ! দশটাকা দিয়ে বারো টাকা নেবার সময় ভুল হয় না। যেদিন ঝেড়ে দেবে গোটাকতক বোমা, সেইদিন বুঝবে—

কেনারাম—তা দিও, তোমাদের ধর্মে যদি তাই বলে তবে দিও বোমা ঝেড়ে।

পিলে—ধর্মপুত্তর যুধিষ্ঠির। ধর্ম দেখাচ্ছে আমাকে!

বাচ্চি—আঃ পিলে…তুই থামবি না কি? রামুদা, এদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দাওতো।

রামুদা—দেখো, অত ভয় পেলে চলবে না। ভয় কি? চুরি করি

না, ডাকাতি করি না। আমাদের দাবী যেমন ষোল আনা গতর খাটাই, তেমনি ষোল আনা মজুরী চাই।

পিলে—আলবৎ। আমরা হক্কের পাওনা চাই। আমাদের খাটুনির পয়সায় বাবুদের হবে বাড় বাড়ন্ত আর আমাদের চাল বাড়ন্ত—সেটি আর চলবে না।

রামুদা—হ্যাঁ। আর আমরা জোর জবরদস্তিও করবো না। বড়বাবু লোক ভালো। সবাই মিলে গিয়ে তাঁকে ধরলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কথা শুনবেন।

জীবন—যদি গুণ্ডা লাগিয়ে আমাদের হটিয়ে দেয়? তারপর ধর যদি হাতাহাতি মারামারি…।

রামুদা—আহা ব্যাপার যে ওইরকম গড়াবে তাই বা ভাবছিস কেন? আপসেই হয়ত মিটে যেতে পারে!

পিলে—আমি ওসব আপস-ফাপোস বুঝি না। চলো, একদিন ধড়াধ্বড় ঝেড়ে দিই গোটাকতক বোমা—ব্যস বাবুদের লপচপানি খতম হয়ে যাবে।

বাচ্চি—থাম, তোর যতসব উদ্ভট বুদ্ধি! রামুদা চল আমরা এক সঙ্গে বড়বাবুর কাছে যাই—

[রমু পাগলা বেহলা তোলে।]

জীবন—না বাবা, আমি যাবোনা। যদি পুলিশ ডাকে…!

গৌরাঙ্গ—(একটু সাহস নিয়ে) ডাকলেই হোল, পুলিশ কি ওদের একার নাকি?

জীবন—নয়ই বা বলিস কি করে? সেবার ওরিয়েণ্ট মিলের ধর্মঘটের সময় দাঙ্গা বাধালো মালিকের ভাড়াটে গুণ্ডারা আর পুলিশ ধরে নিয়ে গেল মজুরদের। কত জনের জেল হোল, ছাড়া পেয়েছিলো সাতমাস পরে···

[রমু পাগলা বেহালায় সুর তোলে 'আমার মুক্তি তোমার আকাশে'— ।]

কিনু—এই তো দুনিয়ার নিয়ম !

পিলে—এই রমুপাগলা থামা তোর বেহালা বাজানো।

রামুদা—কিরণবাবু, তবুও আমাদের এক হ'তে হবে। পেছলে চলবে না। জিতলেও আমরা এক, হারলেও আমরা এক। একে অন্যকে ছেড়ে বাঁচা যায় না। আমাদের এই যন্ত্রণার হাত থেকে, এই অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি চাই, মুক্তি না পেলে কোনদিনই—

পিলে—এই শালা উল্লুকের বাচ্চা, কথা আমার শোনা হোল না—

[ছুটে এসে ধাক্কা মেরে রমুকে ফেলে দেয়। সকলেই এই দৃশ্যে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। বাচ্চি দৌড়ে গিয়ে রমুকে আস্তে আস্তে তোলে। রমুর মুখ কেটে রক্ত পড়ছে। কিন্তু তার ভেঙে যাওয়া বেহালা তোলে।]

বাচ্চি—এ তুই কি করলি পিলে! একটা পাগল মানুষের রক্ত বার করে দিলি। (রমুকে) খুব লাগেনি তো ভাই?

রমু—(হাসির কান্নার মধ্য দিয়ে) না…না…

কিন্নু—ছিঃ ছিঃ এই আপনারা সাধারণ মানুষের মুক্তি চাইছেন !

[পিলের অন্তরে দোলা লাগলো। কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে তারপর ছুটে গিয়ে রমুকে জড়িয়ে ধরে।]

পিলে—আমায়—আমায় তুই ক্ষমা কর ভাই…আর আমি তোকে কথা দিচ্ছি, সামনের মাসে তোর বেহালা আমি কিনে দোবই। আমি খেতে না পাই, আমার সংসার নাই চলুক, বেহালা আমি কিনে দোবই—বেহালা আমি কিনে দোবই…

[সজল চোখে ছুটে বেরিয়ে যায়। অন্য সকলে আশ্চর্য হয়ে যায় পিলুর এই পরিবর্তনে।]

পর্দা নেমে আসে

সপ্তম দৃশ্য

★ ★ ★ ★ ★

[অমরেশের সেই ঘর। কীর্তনের আসর বসেছে বাইরে। রামদাস বাবাজীর মিষ্টি গলায় গান ভেসে আসে। সঙ্গে স্ত্রী কণ্ঠও আছে। ঘরে একা বসে বিনু লেখাপড়া করছে। কিনু আসে বাইরে থেকে।]

কিনু—কিরে, তুই এখনও ঘরে বসে কি করছিস্ ?

বিনু—কালকের টাস্কটা করে রাখছি।

কিনু—মা আসছে কিনা খেয়াল রাখিস তো। সিগারেটটায় দুটো টান দিয়ে নিই। (সিগারেট ধরালো) বেশ গাইছেন নারে ?

বিনু—হ্যাঁ, সুন্দর গাইছেন।

কিনু—কীর্তন যে এত ভালো শুনতে লাগে, আগে জানতাম না। সত্যি অপূর্ব জিনিস ?

বিনু—বাউল, কীর্তন এ সব তো বাংলার নিজস্ব জিনিস।

কিনু—কীর্তনটাও শিখতে হবে। নইলে গান শেখা সম্পূর্ণ হবে না।

বিনু—তুমিওতো বেশ গাইতে পারো। একদিন বাড়িতে গাও না কেন?

কিনু—এই বাড়িতে। ক্ষেপেছিস্! আমি গান শুরু করলেই মা তখনই G-U-N…নিয়ে তেড়ে আসবে!

[ভিতর থেকে স্নেহময়ী বাণী, বাণী বলে ডাকতে লাগল। কিনু তাড়াতাড়ি সিগারেট নিবিয়ে ফেলে। বিনু বাইরে চলে গেল।]

কিনু—সেরেছে। বাবাতো মহানন্দে কীর্তন নিয়ে মেতেছেন। মা যে কি মুড-এ আছেন, কে জানে!

[স্নেহময়ী এল।]

স্নেহময়ী—হ্যাঁরে বাণী কোথায়? কেত্তনের আসরে গিয়ে বসেছে বুঝি?

কিনু—হ্যাঁ।

স্নেহময়ী—বেহায়া মেয়ে। আসুক একবার।

কিনু—নিজের বাড়ির মধ্যে বসে গান শুনছে, তাইতেও আপত্তি?

স্নেহময়ী—কেন আপত্তি করি তা তুমি বুঝবে কি?

[চলে যাচ্ছে।]

কিনু—এক কাপ চা হবে?

স্নেহময়ী—না।

কিনু—না মানে?

স্নেহময়ী—আমি তোমাদের দাসী বাঁদি নই যে যখনই যে যা হুকুম করবে তাই এনে মুখের সামনে ধরবো। একজনের সরবৎ, একজনের চা…

কিনু—বেশ বেশ চা দিতে হবে না। দয়া করে আজ আর গলা বার করো না, চুপ করো।

স্নেহময়ী—হ্যাঁ সারা বাড়ি জুড়ে তোমরা সবাই মিলে ভূতের কেত্তন করবে, আর আমি চুপ করে সব শুনে যাবো। ঠিক আছে, সব দেখে যাচ্ছি, শুনে যাচ্ছি চুপচাপ। এখন কিছু বলবো না। কেমন করে ধম্মোবাই-এর পিণ্ডি চটকাতে হয়, কাল তা দেখিয়ে দোব।

[ভেতরে গেলেন গজ গজ করতে করতে।]

কিনু—ওঃ, কিছুতেই মন পাওয়ার যো নেই। এমন মানুষ আর দুটি দেখিনি।

[বিনু এলো।]

কিরে চলে এলি যে?

বিনু—বাবা চশমাটা চাইছেন।

[বিনু চশমা খোঁজে।]

কিনু—হ্যাঁরে, বাবা চশমার কাচ পাল্‌টেছেন?

বিনু—না বোধ হয়।

কিন্নু—কেন ? চশমার জন্যে কুড়িটা টাকা দিলাম যে সেদিন ?

বিন্নু—সে টাকা আজকের খরচের জন্যে রেখে দিয়েছেন।

কিন্নু—ভূত ভোজন করানোর জন্যে ? এই জন্যেই তো বাড়ির কারো জন্যে কিছু করতে ইচ্ছে করে না। যাকগে—চোখ দুটো যখন একেবারে যাবে তখন তো আর বলতে পারবে না, চোখের জন্যে কেউ আমাকে টাকা দেয়নি।

বিন্নু—জানো, বাবা শুধু তোমার জন্যেই প্রেসের কাজটা নিয়েছেন '

কিন্নু—আমার জন্যে !

বিন্নু—হ্যাঁ. যাতে তোমার গান শেখা না বন্ধ হয় সেইজন্যে।

কিন্নু—আর, সংসারের জন্যে টাকার দরকার ছিলনা বুঝি ?

বিন্নু—তাতো ছিলই।

কিন্নু—তবে ? ঐ আগে থাকতেই একটা সাফাই গেয়ে রাখা হোল আর কি…যাতে পরে কিছু হোলে আমার ঘাড়ে দোষ চাপানো যায়। বুঝিনা নাকি ? মরুকগে যাক, যা হয় হবে…

[চলে যাচ্ছে বাইরে। স্নেহময়ী এলেন হাতে চা।]

স্নেহময়ী—এই নাও চা।

কিন্নু—এরই মধ্যে তৈরি হয়ে গেল ? করা ছিল, সেটাই গরম করে আনলে বুঝি ?

[চায়ের কাপ নিল।]

স্নেহময়ী—তা নয়ত কি ? তোমার জন্যে এত রাতে চা করছে

বসবো ? খেতে ইচ্ছে হয় খাও, না হয় ফেলে দাও। (বিন্নুকে) ওঁকে ডেকে দিবি।

[বিন্নু চলে যায়।]

কিন্নু—আবার রান্নাঘরের দিকে চললে কেন? যাও কীর্তনের আসরে গিয়ে একটু বসোগে। মন মেজাজ ঠাণ্ডা হবে।

স্নেহময়ী—যেদিন চিতেয় উঠবো সেইদিনই মনমেজাজ ঠাণ্ডা হবে, তার আগে নয়।

কিন্নু—তোমার এই খিটখিটে স্বভাবের জন্যেইতো বাড়িতে থাকতে মন চায় না। বাড়ির সব কিছুই বিষ লাগে।

স্নেহময়ী—নিজের ঘরতো এখন বিষ লাগবেই। বরণ করে ঘরে তোলার জন্যে একজন যে ডালা সাজিয়ে বসে আছে…

কিন্নু—ছিঃ ছিঃ, এই সব যাতা কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না!

স্নেহময়ী—যাতা বৈকি। নিজের বোন রয়েছে আদুড় গায়ে সেদিকে লক্ষ্য নেই, পরের মেয়ের জন্যে সিল্কের জামা কাপড় কেনা হচ্ছে! গলায় দড়ি জোটে না তোমার?

কিন্নু—ফের তুমি আমার সাইড ব্যাগে হাত দিয়েছিলে?

স্নেহময়ী—বটেই তো, ভারী অন্যায় হয়ে গেছে আমার! তা এতই ভালোবাসা, যাও না, সেখানে গিয়ে ঘর জামাই হয়ে থাকগে—

কিন্নু—অসভ্যের মত চীৎকার করোনা বলছি।

স্নেহময়ী—ওঃ ভারী আমার সভ্য ছেলে মেয়ে সব। বুড়ো বয়সে ধেড়ে কেত্তন করে বেড়াতে লজ্জা করে না? আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, ঘরেরটি খাবো আর নিজেরটি পরকে দাতব্য করবো…ওসব বেয়াড়াপনা এখানে চলবে না। পুরো টাকা সংসারে দিতে না পারলে নিজের পথ নিজে দেখে নেবে।

কিনু—বেশ, বেশ তাই নেবো। তোমাদের নজর কেবল আমার টাকার ওপর, তা বুঝি না। যত সব স্বার্থপর।

[ভেতরে চলে গেল।]

স্নেহময়ী—উঃ, দুদিনের বৈরাগী, ভাতকে বলেন অন্ন। রোজগারের মুরোদ কত, বড়াই আছে ষোলআনা। ঝাড়ু মারি, সাত ঝাড়ু মারি অমন রোজগারের মাথায়।

[বাণী এলো আসর থেকে]

বাণী—আঃ…মা, চুপ করো। বাইরে সব শোনা যাচ্ছে যে। এত চীৎকার করছো কেন?

স্নেহময়ী—সখ হয়েছে তাই। ধিঙ্গি মেয়ে, এক হাট লোকের মাঝে বসে কেত্তন শুনছেন। লজ্জা করে না? যা রান্নাঘরে যা।

বাণী—যাচ্ছি…

স্নেহময়ী—রান্নাঘরে গিয়ে মিষ্টি দুটো আর সরবতের গ্লাসটা নিয়ে আয়। সকাল থেকে না খেয়ে বসে আছে, সে খেয়াল আছে? চায়ের কাপটা নিয়ে যা।

বাণী—তা আমি আনছি। তুমি আসরে যাও।

[ভেতরে বাণী গেল।]

স্নেহময়ী—সবাই আছে যে যার নিজেরটি নিয়ে! আমি মলাম সকলের খেদমৎ খাটতে খাটতে। মরণ হয় না আমার।

[বিন্নু এলো]

বিন্নু—মা, দাদা কোথায়? বাবা ডাকছেন।

স্নেহময়ী—যমের বাড়ি।

বিন্নু—(হেসে) তার মানে বাড়ির ভেতরে। সোজা বাংলায় বললেই হয়।

স্নেহময়ী—থামো। আর মস্করা করতে হবে না।

বিন্নু—দিনরাত তুমি আমাদের দূর দূর মর মর করো। সত্যি যদি আমরা সবাই মরে যাই তো···বেশ হয়, না?

[ভেতরে চলে গেল।]

স্নেহময়ী—লক্ষীছাড়া ছেলেরা সব আমার মুখের গালাগালই শোনে, বুকের জ্বালাটা কেউ বোঝে না।

[স্নেহময়ীর স্বর কান্নায় ভারী হোল। অমরেশ এলেন। গলায় মালা।]

অমরেশ—ডেকেছো কেন?

স্নেহময়ী—সোহাগ জানাতে!

অমরেশ—আঃ—

স্নেহময়ী—সেই সকাল থেকে তো না খেয়ে বসে আছো। পিত্তি পড়ে রোগ বাধালে তখন তোমার কোন হৃদের কুটুম তোমায় দেখতে আসবে শুনি?

অমরেশ—কীর্তন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হরিরলুটটা হয়ে যাক, তারপর খাবো তুমি একবার আসরে এসো।

স্নেহময়ী—আমার তো ভিমরতি ধরেনি যে ঐ একহাট পুরুষ মানুষের মধ্যে বসে গান শুনবো।

অমরেশ—আহা, তোমার বয়সে, আর লজ্জার কি আছে? তাছাড়া তুমি হলে বাড়ির গিন্নী। তুমি না গেলে কি চলে? এসো, এসো—

[তাঁর হাত ধরেন]

স্নেহময়ী—আঃ কি হচ্ছে কি? ছাড়ো।

অমরেশ—বেশ হাত জোড় করে বলছি—চলো একবার আসরে। ভালো না লাগে, উঠে আসবে।

[সরবৎ নিয়ে বাণী এলো]

বাণী—যাও না মা, একদিন বৈতো নয়। সারা জীবনই তো পড়ে আছো রান্নাঘর নিয়ে।

অমরেশ—হ্যাঁ একদিনের জন্যে অন্ততঃ সংসারের কথাটা একটু ভুলে থাকতে চেষ্টা করো। তাতে ভালো হবে।

বাণী—যাও না মা, যাও। আমি এদিকটা দেখাশোনা করছি।

স্নেহময়ী—হরিরলুটের বাতাসাগুলো বড় কাঁসার থালাটায় সাজিয়ে দিস। আর··

বাণী—জানি, জানি। আমি সব করবো। তুমি যাও তো আসরে।

অমরেশ—এসো এসো। গান প্রায় শেষ হয়ে এলো।

[একগলা ঘোমটা দিয়ে স্নেহময়ী গেলেন স্বামীর সঙ্গে]

বাণী—মনে মনে লোভটুকু আছে, যত রাগ কেবল মুখে···সাধে কি তোমায় সবাই পাগল বলে!

[ভেতর থেকে কিনু এলো। তার মুখ শুকনো, হাতে দুটি ব্লাউজ]

কিনু—বাণী, এ দুটো দেখতো তোর গায়ে হয় কিনা?

বাণী—(জামা নিয়ে) বাঃ সুন্দর ব্লাউজ দুটো তো। চমৎকার। (হাত গলিয়ে) হ্যাঁ হবে। হঠাৎ সিল্কের ব্লাউজ আনতে গেলে কেন? অনেক দাম পড়লো তো?

কিনু—ভালো জামা নেই বলে তুই বন্ধুর বিয়েতে গেলি না···তাই নিয়ে এলাম।

বাণী—তা বেশ করেছো। আমাকে খুব মানাবে, কি বলো?

কিনু—হ্যাঁ।

বাণী—কি হয়েছে তোমার? মুখ শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

কিনু—কিছু হয়নি তো।

বাণী—তাই বৈকি। দেখি জ্বর হয়েছে কিনা!

কিনু—নারে না—কিছু হয়নি।

[বাণী কিনুর গায়ে হাত দিয়ে দেখে]

বাণী—কিছু হয়নি বললেই হবে। এইতো, বেশ গরম লাগছে গা। আজ আর কোথাও বেরিওনা। আসর ভেঙে গেলেই খেয়ে দেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বে। আমি হরিলুটের বাতাসাগুলো আসরে দিয়ে এসে খাবার বেড়ে দেবো…

[বাণী চলে গেল। একটু পরেই রমু ক্রাচে ভর দিয়ে ঢোকে]

রমু—কিরণদা…

কিনু—রমু…! কোথায় ছিলে? কাল রাত্রে দেখতে পাইনি, আজও সারাদিন…।

রমু—কিরণদা…

কিনু—কি? বল?

রমু—মা, মানে আপনার মা, বিনু ভাইকে দিয়ে কাল সন্ধ্যার পর ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

কিনু—কেন!

রমু—তিনি বলেছেন…আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। আমি থাকার জন্যে নাকি সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে…

কিনু—মা একথা বলেছেন?

রমু—আমি চাইনা, আমার জন্যে আপনাদের সংসারে অশান্তি হোক। কিনুদা, আমি চলে যাব…আমি চলে যাব…

কিনু—না, তুমি যাবে না, যতক্ষণ না আমি বলি…

রমু—না, না কিনুদা…আমার জন্যে অশান্তি আনবেন না।

কিনু—হয়তো আমাকেও একদিন চলে যেতে হবে। তুমি এখন যাও ভাই…

[রমু আস্তে আস্তে চলে যায়। কিনু চুপচাপ বসে রইলো। গান ভেসে আসছে। হঠাৎ স্নেহময়ী হন্‌হন্‌ করে এলেন। মাথার ঘোমটা খুলে একবার পেছন ফিরে দেখলেন তারপর সোজা ভেতরে চলে গেলেন। একটা আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস দেখে শঙ্কিত হোল কিনু। একবার চাইলো ভেতরে, তারপর বাইরে। তারপর ভেতরে যাবার জন্যে পা বাড়ালো। শশব্যস্তে অমরেশ এলেন।]

অমরেশ—তোর মা কোথায় গেলরে ?

কিনু—ভেতরে। কি হয়েছে ?

অমরেশ—কি জানি! দু'দণ্ড যদি এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারে! বসে বসে খানিক ছটফট করলো তারপর উঠে চলে এলো কি যেন দেখতে দেখতে।

[একটা ঝাঁটা হাতে চীৎকার করতে করতে স্নেহময়ী এলেন]

স্নেহময়ী—বন্ধ করো, বন্ধ করো এখুনি। ওসব বেলেল্লাপনা এখানে চলবে না।

অমরেশ—আঃ…চুপ করো। চুপ করো।

স্নেহময়ী—চুপ করবো? কেন চুপ করবো শুনি? একদল মেয়েমদ্দ মিলে ধম্মো করার নামে ঢলাঢলি করবে আর আমি চুপচাপ তাই দেখে যাবো? দূর করো…দূর করো বলছি…ওদের ওখান থেকে। যত সব নির্লজ্জ বেহায়া ইতর মেয়েমানুষ!

কিনু—মা চুপ করো।

স্নেহময়ী—যদি আপদ বিদেয় না করবে তো আমি এক্ষুনি অনর্থ করবো।

অমরেশ—(ধমকালেন) চুপ করো।

স্নেহময়ী—উঁ, বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপনা চক্কর। বুড়ো হয়ে মরতে চললে এখনও পরের মেয়েছেলের ওপর নজর দেবার প্রবৃত্তি গেল না!

অমরেশ—(স্নেহময়ীকে ঝাঁকানি দিলেন) তুমি চুপ করবে কিনা!

স্নেহময়ী—কি! তুমি আমার গায়ে হাত তুললে!

[সবাই একমুহূর্ত স্তব্ধ। সেইক্ষণে বাতাসার থালা নিয়ে বাণী এলো। এক ধাক্কায় বাতাসার থালা ফেলে দিলেন স্নেহময়ী। ঝন্ ঝন্ শব্দ করে সেটা পড়ে গেল।]

স্নেহময়ী—উঁ···হরিরলুট দেবেন! পুণ্যি করবেন···

অমরেশ—তুমি চুপ করবে কিনা···

স্নেহময়ী—নিজের স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে লজ্জা করে না? ছোটলোক, চামার···জয় নিতাই ··ঝাঁটা মারো···

[সবাই বিস্ময়াহত। ঘর তোলপাড় করতে লাগলেন স্নেহময়ী।]

স্নেহময়ী—চুলোয় যাক সব, জাহান্নমে যাক। মর, মর···যমের বাড়ি যাও সব···

বাণী—মা কি পাগলামী হচ্ছে! চুপ কর—

স্নেহময়ী—চুপ করবো? ছেলেমেয়ে সব পাপ করবে আর আমি চুপ করবো···

কিনু—চলো ভেতরে।

স্নেহময়ী—ছাড়, ছাড় বলছি। আমি আত্মঘাতী হবো। আমাকে তোরা মরে বাঁচতে দে···এই যন্ত্রণা আমি আর সইতে পারি না···আমি আর সইতে পারি না!

[কান্নায় ভেঙে পড়েন স্নেহময়ী। কিনু আর বাণী স্তব্ধ। বিস্ময়াহত অমরেশ দাঁড়িয়ে থাকেন। বিনু এসে দাঁড়ায়·বাইরের দরজার কাছে। এক মুহূর্তে সে বুঝে নেয় সব। ঘরের ভেতর স্তব্ধতা। বাইরে তখন কীর্তন শেষ হচ্ছে···"গৌর হরি বোল। গৌর হরি বোল···"]

পর্দা নেমে আসে

অ ষ্ট ম দৃ শ্য

★★★ ★★

[নিখিলের বাইরের ঘর। পরের দিন সন্ধ্যার ঘটনা। নিরুপমা কি যেন সেলাই করতে করতে আপন মনেই গান করছিলো "ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু"···কিছুক্ষণ পরে শিলু এলো। চেহারা রুক্ষ।]

শিলু—দিদি।

নিরু—এ কি রে! জ্বর গায়ে উঠে এলি কেন? চল, চল···

শিলু—আমার সন্দেশ আনিস নি?

নিরু—ঐ যাঃ·· দোকান থেকে আসার সময় একেবারে ভুলে গেছি!

শিলু—দূর, তোর আজকাল কিছু মনে থাকে না।

নিরু—নারে, মনে ছিলো। দোকানটা বাড়ানো নিয়ে খুব ব্যস্ত রয়েছি কিনা···তাই খেয়াল ছিলো না।

শিলু—তুই কেমন দোকান করছিস, আমার দেখতে ইচ্ছে করে।

নিরু—বেশতো, সেরে উঠলে যাস, কেমন? তুই বড়ো হয়ে ঐ দোকানটা দেখবি। তদ্দিনে দেখবি আজকের ঐ ছোট্ট

দোকান কি বিরাট হোয়ে গেছে। জিরে টু হীরে সব পাওয়া যাবে।

শিলু—তখন আমরা খুব বড়োলোক হয়ে যাবো। না ?

নিরু—হ্যাঁ। আচ্ছা শিলু, তুই যখন বড়ো হবি, খুব বড়ো হবি… তখন হয়তো আমি এখানে থাকবো না, আমার কথা তোর মনে পড়বে ?

শিলু—কোথায় যাবি তুই… ?

নিরু—কত কিই তো হতে পারে। হয়তো মরেই গেলাম…।

শিলু—চুপ।

[দিদির মুখ চেপে ধরে]

নিরু—চুপ কেন রে ?

শিলু—চাই না আমার দোকান, আমার কিছু চাই না।

নিরু—অমনি রাগ হোল ?

শিলু—মরে যাবি বললি কেন ?

নিরু—মানুষ কি চিরকাল বাঁচে ? এইতো, মাকে আমরা কত ভালোবাসতাম…তবু মাতো মারা গেল ?

শিলু—মার যে ভীষণ অসুখ করেছিল। আমার তখন কত বয়সরে দিদি ?

নিরু—পাঁচ বছর। হ্যাঁরে, মাকে তোর মনে পড়ে ?

শিলু—হ্যাঁ…তুই যখন লালপাড় শাড়িটা পরে ঘুরে বেড়াস, তখনই

মনে পড়ে! মাঝে মাঝে মায়ের জন্যে মনটা খুব খারাপ লাগে!....

[নিরু সস্নেহে শিলুকে বুকের কাছে টেনে নেয়]

নিরু—যা, শুয়ে পড়, আমি একটু পরেই যাচ্ছি···

[শিলু চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে বিলু এলো হন্তদন্ত হয়ে]

বিলু—মাটি করেছে নিরু···মস্ত ভুল হয়ে গেছে!

নিরু—কি হোল! এরই মধ্যে দোকান থেকে চলে এলে?

বিলু—দোকানে একা বসেছিলাম···বুঝলি। হঠাৎ মনে হোল যেন মা এসে দাঁড়ালেন সামনে!

নিরু—মা!

বিলু—হ্যাঁরে। বললেন, দুপুরবেলা আমাকে পুজো দেবার সময় ভয়ানক অন্যমনস্ক ছিলি তুই। নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে ভুল করেছিস! তারপর চোখের সামনে হঠাৎ যেন একটা আলো জ্বলে উঠেই নিবে গেল। কি হবে নিরু?

নিরু—আচ্ছা, ঠাকুর ঠাকুর করে তুমি কি সত্যিই পাগল হলে নাকি? এমনি মতিগতি হলে দোকান তো তিন মাসের মধ্যে উঠে যাবে!

বিলু—আমি তো মন দিয়ে সব কাজ করতে চাই, পারি না মার জন্যে। সেদিন তুই বিয়ের কথা বললি, সেই কথা

ভাবছিলাম। মা কেবলই বার বার কানের কাছে বলে··· তুই যে বিয়ের কথা ভাবছিস, তুই না বলেছিস, তুই চিরকাল আমাকে নিয়েই থাকবি! মা যদি এমনি করে সামনে এসে হাজির হয়, তাহলে আমি কি করি বল দেখি!

নিরু—তোমাকে কিছু করতে হবে না। আমি যা পারি করবো।

বিলু—তুই কি করবি?

নিরু—ভেবে দেখি। তবে স্পষ্ট বুঝছি, বিয়ে না দিলে তোমার এ রোগ সারবে না।

বিলু—না, না বিয়ে করব না, মা তাহলে রাগ করবে।

নিরু—না, রাগ করবে না। কাল সকালে উঠে প্রথমে দাড়ি কামাবে। তারপর চানটান করে চা জলখাবার খেয়ে জুতো জামা পরে দোকানে যাবে।

বিলু—দাড়ি কামাবো! না না যদি গলায় ক্ষুর বসে যায়! তাছাড়া অত কাণ্ড করতে গেলে মার পুজো করার সময় পাবো কখন?

নিরু—আচ্ছা, সে দেখা যাবে। এখন যাও, যে কাজে এসেছো, তাই করোগে।

বিলু—সেই ভালো, মাকে জিজ্ঞেস করবো···দাড়ি কামাবো কিনা···

[নিখিল এলেন]

নিখিল—তুমি দোকান থেকে হঠাৎ চলে এলে?

বিলু—পুজোয় বসতে হবে। মা রাগ করেছেন···ভয়ানক।

[বিলু ভেতরে যায়।]

নিখিল—অপদার্থ !

নিরু—বড়দার বিয়ে না দিলেই নয় বাবা। দেখছো না, দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে।

নিখিল—বিয়ে দিলেও ওর কিছু হবে না। ও চলে যাবেই।

নিরু—চলে যাবে !

নিখিল—হ্যাঁ, আমাদের বংশের প্রত্যেক পুরুষে এক একজন গৃহত্যাগী হয়। এবার বিলুর পালা। ওকে আটকানো যাবে না।

নিরু—ওকে আটকাতেই হবে বাবা।

নিখিল—চেষ্টা করে লাভ নেই, ও যাবেই। ওর চোখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি।

নিরু—তুমি কিছু বলোনা বলেই তো বড়দা আরো পেয়ে বসছে। দেখি আমি কি করতে পারি।

নিখিল—কাল তুই কখন দোকানে যাবি ?

নিরু—যে সময় যাই·· রান্নাবান্না সেরে তোমাকে খাইয়ে, তারপর।

নিখিল—আমিও তোর সঙ্গে যাবো।

নিরু—সে কি।

নিখিল—তোর কাছে কাছে থাকলে আমার শরীর মন দুই-ই ভালো থাকে।

নিরু—বাড়িতে থাকবে কে তাহলে ? শিলুর অসুখ, বড়দা ঘুমোবে।

নিখিল—সে যা হয় হবে।

নিরু—অতটা পথ পা টেনে টেনে তুমি যাবেই বা কেমন করে ? শেষে যদি আবার কিছু হয় ?

[কিনু এলো। বিপর্যস্ত চেহারা তার। যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে মনের ওপর দিয়ে]

নিখিল—হয় হবে। আমি যাবোই।

[কিনুকে দেখে রুষ্টভাব। চলে গেলেন।]

কিনু—কি ব্যাপার ?

নিরু—কিছু না। তুমি হঠাৎ ? এমন চেহারা হয়েছে কেন ?

কিনু—অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।

নিরু—আচ্ছা আমি আসছি। একবার বাইরে বেরুবো। যেতে যেতে শুনবো।

কিনু—বাইরে কেন ?

নিরু—ডাক্তারখানায় যাবো।

কিনু—বাইরের এই কাজগুলো অন্য কাউকে দিয়ে করাতে পারো না ?

নিরু—কেন ?

কিনু—নানান জনে নানান কথা বলে। বিশেষ করে তুমি দোকানে যাওয়া আসা শুরু করার পর থেকে।

নিরু—ওঃ তাই। তা লোকে তো আমার নামে বলবেই আমি

মেয়ে হয়েও কারও দ্বারস্থ না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি। লোকে আমার নামে বলবে না তো কার নামে বলবে ?

কিনু—তবুও…

নিরু—একটু বসো, ভেতর থেকে ঘুরে আসি। (যেতে উদ্যত) কে ? কে ওখানে ? বাবা !

[নিখিল এলেন]

নিখিল—হ্যাঁ। আসছিলাম…মানে…

[নিরু বুঝলো সব। কিছু না বলে চলে গেল।]

নিখিল—কাল যেতে পারিনি তোমাদের বাড়ি। মানে…

কিনু—না গিয়ে ভালোই করেছেন। আসর তেমন জমে নি।

নিখিল—তোমার বাবা আমার খুব বন্ধু ছিলো ছোটবেলায়, অনেক দিন আর বিশেষ দেখাশোনা নেই। (একটু থেমে) যৌবনকালের বন্ধুত্ব প্রায়ই টেঁকে না।

কিনু—তা হবে।

নিখিল—তোমার কোন বন্ধু নেই ?

কিনু—বিশেষ কেউ নেই।

নিখিল—তোমাকে দেখেই বোঝা যায়। তোমার মত ছেলেরা সহজে মন খোলা হতে পারে না।

কিনু—সে জন্যে নয়। হঠাৎ একথা কেন জিগ্যেস করছেন ?

নিখিল—চাকরির পরেই মনে হয় তুমি এখানে চলে আসো।

আর কোথাও যাও না···তাই। পুরুষমানুষের পুরুষ সঙ্গী হওয়াই ভালো।

[নিরু এলো]

নিরু—বাবা তুমি একটু শিলুর কাছে বসবে ? আমি ডাক্তারখানা থেকে ঘুরে আসবো।

নিখিল—রুগীর কাছে বসে থাকতে আমার ভালো লাগে না। তুই বাড়ি থাক। নীলু এলে ওকে ডাক্তারখানায় পাঠাস।

[বাইরে নীলুব আবৃত্তি শোনা গেল।]

"দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানাছলে
অশান্তির ঘূর্ণী দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে,
মৃত্যু করে লুকোচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি,
ভেসে যায় তারা, যারা যায়
জীবনেরে করে যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।

[নীলু ভেতরে এলো]

নীলু—কি ব্যাপার ! whole family drawn together in the drawing room !

নিরু—থাম, সবতাতে ইয়ার্কি। হাতে ওটা কি ?

নীলু—সন্দেশ। for the eldest and for the youngest only.

নিরু—তার মানে ?

নীলু—কেবল মাত্র পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য।

নিরু—ভালোই করেছিস সন্দেশ এনে। শিলু বড়ো বায়না ধরেছিলো।

নীলু—এখন কেমন আছে রে ? কি করছে ?

নিরু—জ্বরটা নরম্যাল। ঘুমুচ্ছে।

নীলু—যাক ভালো। ডাক্তার বাবুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো। বললেন জ্বর যদি বাড়ে তবে যেন দেখা করি।

নিখিল—ভালোই হলো। তোকে আর ডাক্তার খানায় যেতে হবে না।

নিরু—যা, রাস্তার পোযাক বদলে হাত মুখ ধুয়ে নে। আমি জল খাবার আনছি। বাবা এসো, দুটো সন্দেশ খেয়ে দেখবে কেমন। তারপর শিলুকে দেবো। এসো।

[নিখিল আর নিরু চলে গেল। নীলু বসে পড়ে]

নীলু—তারপর কিনুদা…কি খবর ?

কিনু—ভালোই। চাকরী কেমন লাগছে ?

নীলু—চমৎকার।…হ্যাঁ, সেদিন চৌধুরীদের ঘরোয়া জলসায় গান শুনছিলাম আপনার। দিব্যি গলা তৈরী করেছেন তো ?

কিনু—ভালো লেগেছে তোমার ?

নীলু—হ্যাঁ, তবে ঐ সব ক্লান্তি টান্তির গান করেন কেন? বিশ্রী লাগে। দিদিও ঐ গানটা প্রায়ই গায়।

কিনু—তবে কি গাইবো?

নীলু—কি গাইবেন? গাইবেন……

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জ্জনা পুড়িয়ে ফেলে

আগুন জ্বালো। আগুন জ্বালো

[নিরু এলো। হাতে প্লেটে দুটো সন্দেশ]

নিরু—তুই এখনও বসে আছিস! তোকে নিয়ে আর পারি না।

নীলু—এই যাই।

[ভেতরে গেল]

নিরু—নাও, খেয়ে নাও।

কিনু—এতো শিশু ও বৃদ্ধদের জন্যে।

নিরু—নিজেকে ওদেরই একজন মনে করে খেয়ে নাও।

কিনু—তুমি একটা নাও। নাও…হাত পাতো।

নিরু—না। ভারীতো দুটো…

কিনু—তা হোক। নাও। (নিরুর হাত ধরে টেনে) কি সুন্দর।

নিরু—কি?

কিনু—(হাত ছেড়ে দেয়) তোমার হাত। তুমি।…সত্যি নিরু। তোমাদের বাড়িতে এসে আর নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। বাড়িতো নয়, যেন নরক!

নিরু—সন্দেশটা খেয়ে নাও।

কিনু—খেতে ইচ্ছে করছে না।

নিরু—সেকি! কি হয়েছে?

কিনু—সারাদিন মনটা বড় চঞ্চল হয়ে রয়েছে।

নিরু—কি ব্যাপার বলোতো? তোমাকে তখন থেকেই কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। কারখানায় কিছু হয়েছে?

কিনু—না।

নিরু—তবে কি বাড়িতে? (কিনু চুপ) বাড়িতে রাগরাগি হয়েছে বুঝি? কার সঙ্গে ঝগড়া করলে?

কিনু—আমি করিনি। মা করেছেন।

নিরু—মা! কার সঙ্গে?

কিনু—এমনিতেই মার মাথা গরমের ধাত। অসুখ থেকে ওঠবার পর সেটা আরো বেড়েছে। আর তেমনি বেড়েছে সন্দেহ বাই। বাবার সঙ্গে কাল যাচ্ছেতাই ভাবে ঝগড়া করেছেন।

নিরু—কেন?

কিনু—বাবা ইদানীং মেতেছেন হরিসভা আর কীর্তন নিয়ে। রোজ সন্ধ্যেয় পড়াতে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন…দু'চারদিন আগে ছাত্রের বাবা এসে খোঁজ করতেই সব জেনে ফেলেছেন।

নিরু—সেইজন্যে ঝগড়া হোল?

কিন্নু—না, আসল সূত্রপাত হয় কাল রাতে। বাড়িতে কীর্তনের আসর বসেছিল। সেখানে অনেক বিধবাও এসেছিল। মা কাকে কেমন ভাবে বাবার সংগে কথা বলতে দেখেছেন, জানিনা। সেই নিয়ে কুৎসিত রকম চীৎকার আর কাণ্ড করেছেন মা।

নিরু—বাবা কি বললেন?

কিন্নু—কিছু না। কাল রাত থেকে তিনি যেন পাথর হয়ে গেছেন। কাল সারা দিনরাত কিছু খাননি। আজও না খেয়ে কাজে গেছেন।

নিরু—মার একটা চিকিৎসা করানো দরকার।

কিন্নু—চিকিৎসার চেয়েও বেশি দরকার টাকার। আরো টাকা চাই···অনেক টাকা। নইলে এভাবে সংসারে বাঁচা যায় না। কিছুতেই না!

নিরু—তবুও থাকতেই হবে সংসারে। পালিয়ে যাবে কোথায়? জীবন থাকতে খাওয়া পরার সমস্যা কি এড়াতে পারবে? (কিন্নু চুপ) কারখানা থেকে বাড়ি ফিরেছিলে?

কিন্নু—না।

নিরু—সেকি! মা না হয় বিকারের ঝোঁকে একটা কাজ করেছেন, তাই বলে তোমরাও অবুঝ হবে? যাও, বাড়ি যাও। মা হয়তো তোমার অপেক্ষায় না খেয়ে এখনও বসে আছেন।

কিনু—ঐ নোংরা পরিবেশের মধ্যে আমার আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

নিরু—বোকার মত কথা বলো না। পরিবেশটাকে পরিচ্ছন্ন করতে কোথায় নিজের কাঁধে দায়িত্ব তুলে নেবে, তা নয় তুমিই পালিয়ে বেড়াচ্ছো? তুমি চলে গেলে তোমার সংসারের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছো?

কিনু—আজ আমার নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হচ্ছে নিরু। নিজের ওপর সব জোরই যেন হারিয়ে ফেলেছি আমি। (নিরুর হাত ধরে) তুমিও এসো আমার সঙ্গে। তুমি পাশে থাকলে আমি অনেকখানি ভরসা পাবো। আসবে না?

নিরু—সময় হলেই আসবো। তুমি যাও, আমিতো রইলামই, থাকবোও।

[নিখিল এলেন]

নিখিল—না, নিরু যাবে না।

কিনু—যাবে না!

নিখিল—না। আজ না, কাল না, কোনদিনই না। আমি ওকে যেতে দেবো না।

নিরু—ওদের বাড়িতে ভয়ানক বিপদ বাবা!

নিখিল—আমার মুখের ওপর কথা বলবে না। (কিনুকে) তুমি যাও।

নিরু—যেয়ো না, দাঁড়াও। বাবা তুমিই আমায় শিখিয়েছো

এতদিন···জীবনে যা সত্য, যা ন্যায় বলে জানবে, তাকেই মানবে···কোনদিনই কোন কিছুর ভয়েই তার থেকে সরে যাবে না।

নিখিল—আমি তোমার বাবা। তোমার কাছে আমার চেয়ে বড়ো সত্য আর কিছু নেই, থাকতে পারে না।

নিরু—আমার কাছে তুমিও যেমন সত্য, উনিও তেমনি, আমাকে ভুল বুঝোনা বাবা। আমাকে ওদের বাড়ি যেতেই হবে।

নিখিল—যেতেই হবে!

নিরু—হ্যাঁ, আমায় যেতেই হবে। মনে মনে ধর্মের কাছে আমি সত্যবদ্ধ আছি। (কিনুকে) তুমি বাড়ি যাও। আমি একটু পরে যাবো!

[কিনু একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল।]

নিখিল—নিরুপমা··· !

নিরু—আমাকে তুমি ভুল বুঝোনা বাবা। আমি তোমার মেয়ে, তোমার আত্মজা, তোমার স্নেহের কাঙাল···আমায় যেতে দাও বাবা, আমায় যেতে দাও···

[নিরু বাবার পায়ে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়লো, অনেকক্ষণ পরে সস্নেহে বাঁ হাত দিয়ে নিখিল হাত বোলাতে লাগলেন তার মাথায়··· মেয়ের মাথায়।

পর্দা নেমে আসে

ন ব ম দৃ শ্য



[অমরেশের ঘর। ঐ একই সন্ধ্যায় আরো কিছুক্ষণ পরের কথা। এমনিতেই হতশ্রী সেই ঘরের এইক্ষণের রূপ আরো বেদনাদায়ক রকম বিশৃংখল। পরিবেশ আরো নিরানন্দ। ডুবন্ত তরীর অসহায় যাত্রীর মত একা বসে বিনু। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হঠাৎ সেই প্রচণ্ড নিস্তব্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় ঝনঝন করে বাসন ফেলাব শব্দ। বাণীর ক্রুদ্ধ চীৎকার। আর স্নেহময়ীর তীক্ষ্ণ তিরস্কার।]

নেঃ বাণী—হ্যাঁ, ভাঙো! সব ভেঙেচুরে তচ্‌নচ্‌ করে ফেলো।

নেঃ স্নেহময়ী—চুপ কর পোড়ারমুখী। বেশি কথা বললবি তো ঝাঁটা মেরে ঘর থেকে দূর ক'রে দেবো।

বাণী—(বলতে বলতে এল) হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই দাও। আমি বিদেয় হলেই যে তুমি বাঁচো, তা জানি! বয়ে গেছে আমার এই নরকে থাকতে।

বিনু—এই বাণী, কি হচ্ছে কি?

বাণী—আমি আর কিছুতেই এ বাড়িতে থাকবো না। কিছুতেই না।

[স্নেহময়ী এলেন। উন্মাদ অবস্থা]

স্নেহময়ী—ভয় দেখানো হচ্ছে…বেরিয়ে যাবো। তাই যা না—জাহান্নমে যা তোরা। মর মর! শ্মশান ঘাটে যা—

বাণী—বেশ, তাই যাবো। তাই যাচ্ছি আমি। এ মুখ আমি আর তোমাদের দেখাবো না।

[ছুটে বেরিয়ে গেল]

বিনু—বাণী—যাবি না। খবরদার বলছি যাবি না। বাণী, বাণী…

[বেরিয়ে যেতে গেল]

স্নেহময়ী—(বিনুর হাত চেপে ধরেন।)

বিনু—হাত ছাড়ো, ছাড়ো বলছি…

স্নেহময়ী—না, তুই যেতে পা'বি না। তুই শুধু থাকবি আমার কাছে…

বিনু—তুমি চুপ করবে, না, সারারাত ধরে এমনি পাগলামী করবে?

স্নেহময়ী—বেশ করবো…পাগলামী করবো। তাতে তোর কি? যা, শিগ্‌গির গিয়ে দোরটা বন্ধ করে দিয়ে আয়।

বিনু—তুমি চুপ না করলে আমি কিছুতেই যাবো না।

স্নেহময়ী—যাবি না। তবে রে ভভাগা…

[বিনুর লে ঠাস করে এক চড় মারলেন। ঠিক এই মুহূ বাইরে ডাক শোনা গেল : ভেতরে কে আছেন? শিগগির আসুন!]

বিনু—তুমি আমায় মারলে!

[নেপথ্যে ডাক]

স্নেহময়ী—হ্যাঁ, হ্যাঁ মারলাম। তোদের মেরে ফেলা না পর্যন্ত আমার শান্তি নেই!

বন্নু—বেশ, আমাকে মারলেই যদি তোমার মনে শান্তি আসে তবে তাই করো। মারো, আমাকেই মারো। কই মারো, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

[চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অমরেশকে নিয়ে দুটি ভদ্রলোক এলেন।]

১ম ভদ্রলোক—কি মশাই, ডেকে ডেকে গলা চিরে গেল, শুনতে পান না?

বিন্নু—কি হয়েছে?

১ম ভদ্রলোক—বলছি। একে শুইয়ে দিন আগে।

স্নেহময়ী—কি রকম লোক গা তোমরা! বলা নেই, কওয়া নেই ভদ্দরলোকের বাড়ির শোবার ঘরে…

২য় ভদ্রলোক—দয়া করে চীৎকার করবেন না। দেখছেন না এঁর অবস্থা।

অমরেশ—এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে!

১ম ভদ্রলোক—আপনার বাড়িতেই।

বিন্নু—কি হয়েছে বাবার?

২য় ভদ্রলোক—বিশেষ কিছু না…সকালে কাজ করতে করতে হঠাৎ

মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। চোখের জন্যে হয়েছে আর কি। তবে ভয়ের কিছু নেই।

অমরেশ—বিন্নু বাণী কই! কিন্নু কই! আমি তো কাউকেই আর দেখতে পাচ্ছি না।

স্নেহময়ী—দেখবে কোত্থেকে…চোখ থাকতেও কানা সেজে বসে থাকলে কেউ কি দেখতে পায়!

অমরেশ—আঃ! বড় যন্ত্রণা।

বিন্নু—বাবা কি আর চোখে দেখতে পাবেন না?

২য় ভদ্রলোক—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাবেন বৈকি। তবে যাতে কোন রকম চীৎকার হৈচৈ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। আর…এই পঞ্চাশটা টাকা রেখে দাও। কোম্পানী থেকে দিয়েছে।

স্নেহময়ী—না, না। ও টাকা নিস্‌না বিন্নু। পাপের টাকা নিলে পাপ হবে!

বিন্নু…মা চুপ করো।

স্নেহময়ী—ও টাকা নিবি তো আমি অনর্থ করবো।

বিন্নু—আচ্ছা, আচ্ছা নেবো না। এই নিন টাকা। চলুন আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।

[বিন্নু ইসারায় তাঁদের বোঝালো…মার মাথা খারাপ।]

২য় ভদ্রলোক—(অমরেশকে) আমরা চললাম দাদা। ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করুন। আচ্ছা চলি মা…

স্নেহময়ী—কে! কে ডাকলো রে বিন্নু মা বলে! কিন্নু এলো বুঝি!

বিন্নু—না, আমি ডাকলাম। তুমি বাবার কাছে বসো। আমি ওদের পৌঁছে দিয়ে আসি।

[বিন্নু ভদ্রলোকদের নিয়ে বেরিয়ে গেল।]

স্নেহময়ী—উঁ, আমাকে টাকা দেখাতে এসেছে! টাকা! আমার ছেলে রোজগেরে, কত্তো রোজগেরে···আমার যেন টাকার অভাব! ঝাঁটা মারি অমন টাকার মুখে।

অমরেশ—উঃ বড়ো যন্ত্রণা! বিন্নু···বাণী···বাণী···ওগো তুমি শোন···

স্নেহময়ী—এই তো আমি এখানে। মরতে ওগুলো কি আবার চোখে বেঁধে শুয়ে আছো? বাহাত্তর বছরে পা না দিতেই বাহাত্তুরে ধরলো! বলিহারি!

[বিন্নু এলো]

বিন্নু—মা···ফের তুমি ঐ সব আজে বাজে কথা বলছো?

স্নেহময়ী—(হি হি করে হাসলেন) রঙ্গ দেখ বিন্নু—চোখে ফেট্টি বেঁধে পড়ে আছে! ভেবেছে, ও চোখ বুজে শুয়ে থাকলেই যেন সংসারের পাওনাদাররা কেউ আর ওঁকে দেখতে পাবে না। কি বোকা···(হাসতে হাসতে ভেতরে গেলেন)।

অমরেশ—উঃ বড়ো কষ্ট···বড়ো যন্ত্রণা···

[ভিতর থেকে স্নেহময়ী চীৎকার করে বলতে লাগলেন]

নেঃ স্নেহময়ী—বেশ হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। তখন পই পই করে বলেছিলাম না, চাকরী করতে যেয়ো না। সর্বস্ব কেড়েকুড়ে নিয়ে দিলোতো তাড়িয়ে? বেশ হয়েছে।

অমরেশ—তোর মাকে চুপ করতে বল বিনু। আমার বড়ো কষ্ট হচ্ছে।

[বিনু বিরক্ত হয়ে ভেতরে গেল।]

অমরেশ—ঠিকই বলেছে···সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে আমার। কিন্তু, কেন নিলে! ভগবান আমাকে এমন শাস্তি কেন দিলেন! আমিতো কারো কোনও ক্ষতি করিনি।

[দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করলেন। চোখে হাত চাপা দিয়ে শুযে রইলেন। কিনু এলো।]

কিনু—ওঃ, বাড়িতো নয় যেন অশান্তির আড়ৎ।

অমরেশ—কিনু এলে···

কিনু—এই অসময়ে তুমি শুয়ে রয়েছো যে! পড়াতে···

অমরেশ—(যেন কেঁদে উঠলেন) আমি আর তোদের দেখতে পাবো না কিনু!

কিনু—একি! কি হয়েছে তোমার! চোখ বাঁধা কেন! বাণী··· বিনু···মা···বাবার কি হয়েছে?

অমরেশ—যা হতে দেবো না বলে চাকরী নিয়েছিলাম, সেই চাকরীই আমার চোখ দুটো কেড়ে নিয়েছে বাবা, তোদের হাসিমুখ আর দেখতে পাবো না।

কিনু—তুমি আর চোখে দেখতে পাবে না!

[বজ্রাহত যেন]

অমরেশ—যদি ঈশ্বরের দয়া হয় তবেই দেখতে পাবো। নইলে এ জন্মে তোদের মুখগুলো আর দেখতে পাবো না।

[কেঁদে ফেললেন। বিনু এলো।]

বিনু—কেন দেখতে পাবে না? নিশ্চয়ই পাবে···

কিনু—কি করে এমন হোল রে?

বিনু—সকালে প্রেসে কাজ করতে করতে হঠাৎ মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে যান।

অমরেশ—বাণী কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

বিনু—না···হ্যাঁ···

কিনু—এত গোলমালের মধ্যেও সে ঘুমুচ্ছে! ডেকে দে তাকে···

বিনু—হ্যাঁ দিচ্ছি·· (বিনু দাদাকে ইসারায় ডেকে) বাণী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে···

কিনু—সে কি! তুই তাকে···

বনু—হ্যাঁ যাচ্ছিতো ডাকতে। তুমি বসো বাবার কাছে। দেখো, যেন বেশি উত্তেজনা না বাড়ে।

[বিনু চলে গেল। কিনু বিষণ্নচিত্তে বসে রইলো।]

অমরেশ—কিনু…কিরণ…

কিনু—কি বলছো ?

অমরেশ—কাছে আয় বাবা একবার।

[কিনু বাবার কাছে এলো। অমরেশ তার গায়ে হাত দিলেন]

অমরেশ—কি ভাবছিস রে ? (কিনু চুপ) তুই হয়তো ভাবছিস আমার এই দুর্ভোগের জন্যে আমি তোকেই দায়ী করবো ? নারে তাই কখনো পারি ? এ সবই আমার কর্মফল !

কিনু—না বাবা, সব দোষ আমার। আমি যদি বারণ করতাম চাকরী নিতে…

অমরেশ—না, না…তোমার কোন দোষ নেই।

[সেই মুহূর্তে স্নেহময়ী এলেন। হাতে একটা ডিশ। ডিশ ভর্তি ছাই।]

স্নেহময়ী—কই গো তোমরা…এসো, চা খাবে এসো! তিন টাকা পাউণ্ডের চা !

কিনু—মা !

স্নেহময়ী—তবু ভালো, চিনতে পেরেছো…আর না চিনলেই বা কি এসে যেতো ? দাসী বৈতো নয় !

কিনু—চুপ করো মা, শান্ত হও। চলো ও ঘরে।

স্নেহময়ী—কিন্তু সেই মানুষটা কেমন বলতো ! রাগ ক'রে না খেয়ে বেরিয়ে গেল। এদিকে আমিও যে সারাদিন না খেয়ে বসে আছি সে খেয়ালই নেই ?

কিন্নু—বাবা তো কখন ফিরেছেন। ঐতো…

স্নেহময়ী—ওমা! তাইতো! (ঘোমটা দিলেন) কখন এসেছো? ডাকবে তো? ভরসন্ধ্যেবেলা শুয়ে আছো কেন?

কিন্নু—মা, ও ঘরে চলো।

স্নেহময়ী—যাচ্ছি, যাচ্ছি। দাঁড়া টাকা নিই। টাকা এনেছো? টাকা? ও ঘরে ঝি, মুদি, গয়লা…কখন থেকে বসে আছে।

অমরেশ—উঃ মাগো!

কিন্নু—চুপ করবে কি না?

স্নেহময়ী—কেন চুপ করবো? টাকা চাইবো না? কই টাকা দাও….

কিন্নু—(জোর করে টেনে) চল…চল ওঘরে…

স্নেহময়ী—ছাড়…ছাড়…ছাড় হতভাগা…

[এই সময় নিরুপমা এল]

নিরু—একি! কি হচ্ছে কি! ছাড়ো, ছাড়ো।

স্নেহময়ী—দেখোতো, দেখোতো মা, জোর করে আমাকে আটকে রাখবে বলছে। সংসারের খরচের টাকা চেয়ে আমি কি অন্যায় করেছি?

নিরু—না, কিছু অন্যায় হয়নি। চলুন, ভেতরে চলুন আমার সঙ্গে।

স্নেহময়ী—তুমি আমাকে জোর করে আটকে রাখবে নাতো?

নিরু—না, না। (কিন্নুকে) কি একটা কাণ্ড করছিলে বলো তো? ছিঃ, চলুন মা।

[যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় স্নেহময়ী]

স্নেহময়ী—তুমি কে ? ওঃ বুঝেছি…তুমি সেই আসরের বেহায়া বিধবা মেয়েটি, না ? বেরোও…দূর হও দূর হও আমার বাড়ি থেকে…

কিনু—মা… !

অমরেশ—কে ! বাণী এলি ? বাণী—কাছে আয় মা…

নিরু—আমি নিরুপমা… ।

[কিনু বাবার কাছে গেল।]

স্নেহময়ী—ওমা ! তাইতো। তা হ্যাগো তুমি আর আসো না কেন আগের মতো ?

নিরু—(কিনুর দিকে চেয়ে নিয়ে) সময় পাইনাতো…

স্নেহময়ী—সময় পাওনা ! সারাদিন বাড়িতে কাজ কর বুঝি ? এতো কি কাজ শুনি ?

নিরু—শুধু বাড়ির কাজতো নয়…চাকরী করি। নিন চলুন…

স্নেহময়ী—তুমিও চাকরী করো। কত মাইনে পাও…অনেক ? কিনুও চাকরী করে, কিন্তু আমাকে কিছু দেয় না আমি কি করে সংসার চালাই বলোতো ? তুমি ওকে কিছু বলতে পারো না ?

নিরু—আচ্ছা, আমি ওকে বুঝিয়ে বলবো। চলুন…

স্নেহময়ী—হ্যাঁ বলোতো মা, বলো…চলো। (ফিরে) কিন্তু বললে কি ও শুনবে ? যা সব জেদী ছেলেমেয়ে।

নিরু—নিশ্চয়ই শুনবে। না শুনলে খুব করে বকে দেব।

স্নেহময়ী—না না, কিনুকে যেন বেশি বকাঝকা করো না। ভীষণ রাগ ওর! জানো মা ও কিন্তু বেশ গান করে। কিন্তু অভাবের সংসারে গান শিখে কি লাভ বলোতো?

নিরু—ভালো গান শিখতে পারলে গান শিখিয়েও অনেক টাকা উপায় করা যায়…

স্নেহময়ী—ওমা! তাই নাকি! তবে ও গান শিখুক, আমি আর কিছু বলব না…বাণী, বাণী চায়ের জল চাপা…আঃ কোথা গেলি…

নিরু—ভেতরেই বোধ হয় আছে, চলুন…

[নিরুপমা স্নেহময়ীকে নিয়ে ভিতরে গেল।]

অমরেশ—টাকা টাকা করে ওর মাথাটাই গেল খারাপ হয়ে।

কিনু—কথা বলো না বাবা। চুপচাপ শুয়ে থাকো।

অমরেশ—চুপ করে থাকতেই তো চাই বাবা…কিন্তু পারছি কই…

[বাণী এলো, পিছনে বিনু।]

বাণী—বাবা…!

অমরেশ—কে? বাণী এলি মা?

বাণী—এ তোমার কি হোল বাবা? কেন হোল এমন?

অমরেশ—আমারতো কিছু হয়নি মা। ভালো করে সারানোর জন্যে চোখ বেঁধেছি।

বাণী—মিথ্যে কথা। আমাকে ভোলাবার জন্যে তুমি এসব বানিয়ে

বলছো। আমাকে ছুঁয়ে বলো বাবা, তোমার চোখ ভালো হবে! বলো, তুমি আবার দেখতে পাবে?

কিনু—বাণী অত হৈচৈ করিসনি।

বাণী—বড়দা তুমি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনো। আমি নিজে তাঁকে সব কথা জিজ্ঞেস করবো।

কিনু—ডাক্তারবাবু কাল সকালে আসবেন। তখন সব জিজ্ঞেস করিস, যা ভেতরে গিয়ে মার কাছে একটু বোস।

অমরেশ—যা মা, তোর মার কাছে একবার যা।

[বাণী আস্তে আস্তে ভেতরে গেল।]

কিনু—ঘরটা পরিষ্কার করতো বিনু। কি বিশ্রী অগোছালো হয়ে রয়েছে।

[বিনু এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকা জিনিসগুলো গোছাতে লাগলো।]

অমরেশ—আমি তো শয্যাশায়ী হয়ে পড়লাম কিনু। তোমার মার চিকিৎসার কি হবে?

কিনু—কালতো ডাক্তারবাবু আসছেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করা যাবে।

অমরেশ—তারপর…এই সংসার—আমার ভরসাতো কিছুই রইল না।

কিনু—সেজন্যেও তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। যা করবার, আমিই করবো।

[নিরুপমা এলো]

কিন্নু—মা কেমন আছেন ?

নিরু—অনেকটা ভালো।

অমরেশ—কে রে কিন্নু ?

কিন্নু—নিরুপমা।

অমরেশ—নিরুপমা !

নিরু—আজ্ঞে হ্যাঁ আমি।

অমরেশ—সত্যিই তোমার তুলনা হয়না মা। কি যাদু যে জানো তুমি ! এক মুহূর্তে ঐ উন্মাদ মানুষটাকেও বশ করে ফেললে !

নিরু—আপনি বেশি কথা বলবেন না। ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

অমরেশ—তুমি একটু কাছে এসে বসোতো মা। আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও।

[নিরু কাছে এসে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।]

অমরেশ—আঃ। কি আশ্চর্য...ঠাণ্ডা হাতটি তোমার মা !

বিন্নু—তোমার তানপুরার তার ছিঁড়ে গেছে নাকি বড়দা। এই একটা কুড়িয়ে পেলাম।...ঐ আরেকটা। তাই বুঝি কদিন আর গান গাইছো না ?

অমরেশ—তাইতো বটে। রোজ ভোরবেলা কিন্নুর গান শুনতে

শুনতে ঘুম ভাঙে। কিন্তু কদিন হোল আর শুনতে পাচ্ছি না। তুমি আর গাওনা কেন কিনু ?

কিনু—ভালো লাগে না।

অমরেশ—সে কি! না, না…কালই তুমি ওটা সারিয়ে নেবে আগের মত আবার গান গাইবে।

কিনু—আর আমি গাইবো না বাবা।

অমরেশ—না বাবা, তোমাকে গাইতেই হবে। দুঃখের ঘায়ে ভেঙে পড়ে গান ভুললে চলবে কেন! দুঃখ ভুলতেই তো মানুষ গান গায়। আহা, সেই কোন এক মহাপুরুষ যেন কি একটা দামী কথা বলেছেন…কি যেন কথাটা! আহা কিছুতেই মনে পড়ছে না। সূর্যের আলো আর গান নিয়ে…

নিরু—সূর্যের আলো ছাড়া জীবন চলে না। গান ছাড়াও জীবন চলে না। শান্তির জন্যে সান্ত্বনার জন্যে মানুষ যুগে যুগে গান গেয়েছে। আর যতদিন সে মানুষ থাকবে, ততদিন সে গান গাইবেও।

অমরেশ—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছো…যতদিন সে মানুষ থাকবে ততদিন সে গান গাইবেও। কি যেন নাম সেই মহাপুরুষটির? যিনি ফাঁসীর মঞ্চে উঠে এই এত বড়ো বিশ্বাসের কথাটি মানুষকে শুনিয়ে গেছেন। কি যেন নাম তাঁর?

নিরু—ফুচিক।

অমরেশ—হ্যাঁ হ্যাঁ। অমর বীর ফুচিক! কত বড়, কত দামী, কত সত্য কথা তিনি বলে গেছেন বলোতো। না, না কিনু গান বন্ধ করো না তোমরা কেউ। তাহলে আমি ভীষণ দুঃখ পাবো…তাহলে জীবন আমার কাছে অর্থহীন হয়ে যাবে।

কিনু—বেশ… আমি গাইবো। আমি আবার গাইবো বাবা। তুমি আর কথা বলোনা। ঘুমোবার চেষ্টা করো।

অমরেশ—হ্যাঁ তুমি গাও… কিনু তুমি গাও…

নিরু—আপনি ঘুমোন।

অমরেশ—হ্যাঁ ঘুমোবো। খুব ঘুম পাচ্ছে আমার। অনেকদিন পরে মনে গভীর শান্তি নিয়ে ঘুমবো আজ। আমার সংসারের চলা থামবে না…আমার সংসারে গান থামবে না! আঃ কি শান্তি! কি আনন্দ!

[নিরুপমা ও কিনু গান শুরু করলো এমন সময় বাণীর ওপর ভর করে স্নেহময়ী এলেন। বিনু গেল মায়ের আর এক পাশে। তাদের তিনজনেরই ঠোঁটে শান্তির হাসি, চোখে জল। কিনু বসে আছে অমরেশের পাশে…বাবার হাতটা কোলে নিয়ে। নিরুপমা তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কিনু ও নিরু দুজনেই গাইছে…

"আলো আমার আলো…"]

ধীরে ধীরে পর্দা নেমে এলো